হীরে মোতি পান্না-২

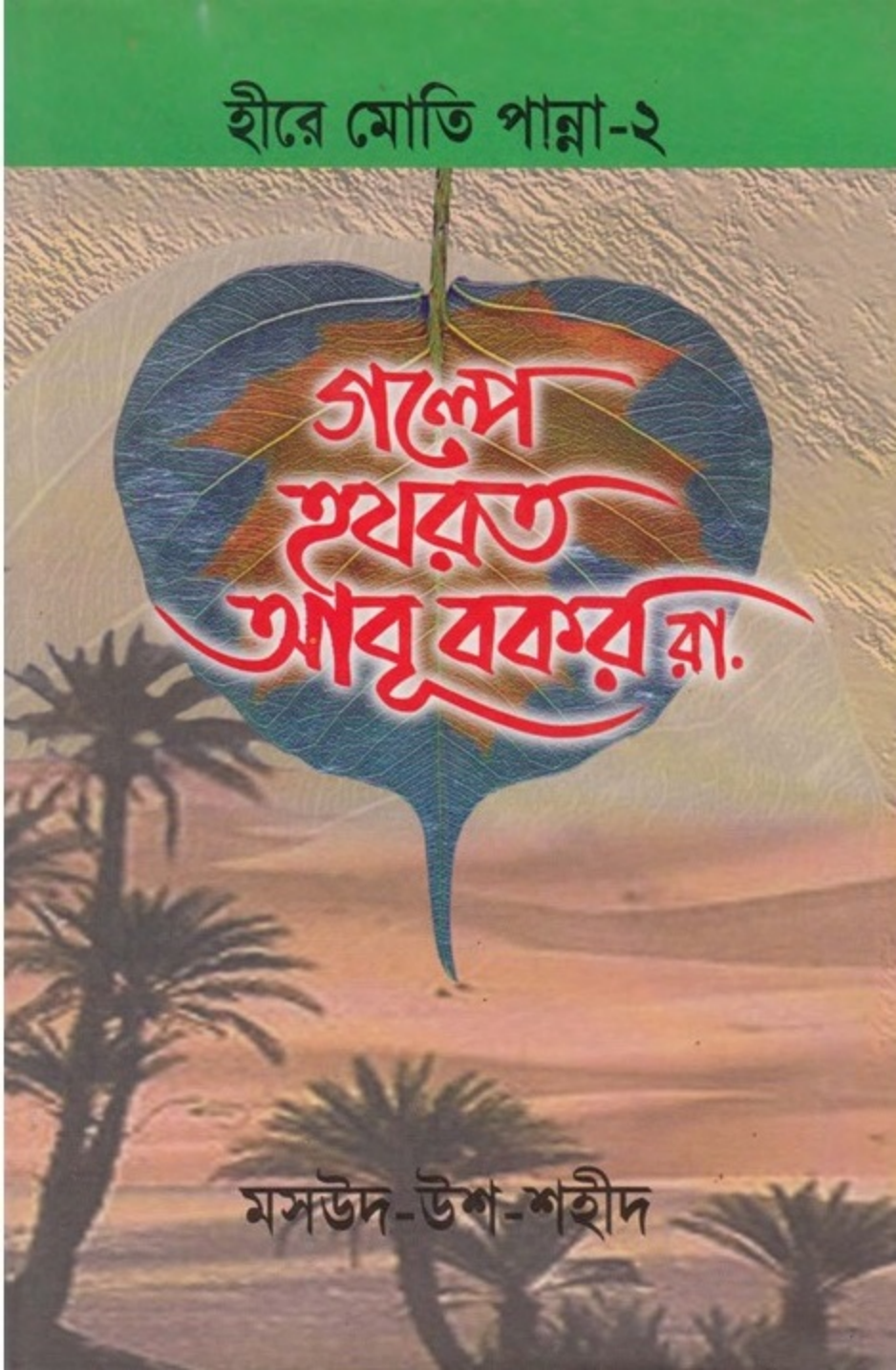

গল্পে হযরত আবূ বকর রা.

মসউদ-উশ-শহীদ

গল্পে হযরত আবুবকর রা.

হীরে মোতি পান্না-২

মসউদ-উল-শহীদ

ছবি এঁকেছেন
মামুন কায়সার

www.pathagar.com

হীরে মোতি পান্না-২

গল্পে হযরত আবূ বকর (রা.)

মসউদ-উশ-শহীদ

প্রকাশক

ইঞ্জিনিয়ার মুনাওয়ার আহমদ

সভাপতি

বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ

চট্টগ্রাম অফিস ঃ নিয়াজ মঞ্জিল, ৯২২ জুবিলী রোড, চট্টগ্রাম।

ফোন ঃ ৬৩৭৫২৩

ঢাকা অফিস

১২৫ মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০। ফোন ঃ ৯৫৬৯২০১

প্রকাশকাল

মার্চ-১৯৮৮

দ্বিতীয় সংস্করণ ঃ জুন- ১৯৯৪

তৃতীয় সংস্করণ ঃ অক্টোবর- ২০০২

মুদ্রাকর

বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ

১২৫, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা।

ফোনঃ ৯৫৭১৩৬৪

প্রচ্ছদ ঃ আরিফুর রহমান

মূল্য ঃ ৩০.০০ টাকা

প্রাপ্তিস্থান

বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ

নিয়াজ মঞ্জিল, ৯২২ জুবিলী রোড, চট্টগ্রাম

৭২ জামে মসজিদ শপিং কমপ্লেক্স, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম

১২৫ মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০

১৫০-১৫১ গভঃ নিউমার্কেট, আজিমপুর, ঢাকা

৩৮/৪ মান্নান মার্কেট (২য় তলা), বাংলাবাজার, ঢাকা

Heere Moti Panna-2, Galpey Hazrat Abu Bakar (R.) (Tales of Hazrat Abu Bakar (R.) Written by Maswood-ush-shaheed and Published by: Eng. Munawwar Ahmad, Bangladesh Co-operative Book Society Ltd. 125 Motijheel C/A, Dhaka-1000. Price: Tk. 30.00 US$: 2.00 ISBN. 984-493-080-4

www.pathagar.com

উৎসর্গ

আব্বা মরহুম সৈয়দ বজল-উশ-শহীদ

ও

আম্মা মরহুমা সৈয়দা মতলুবা শহীদ

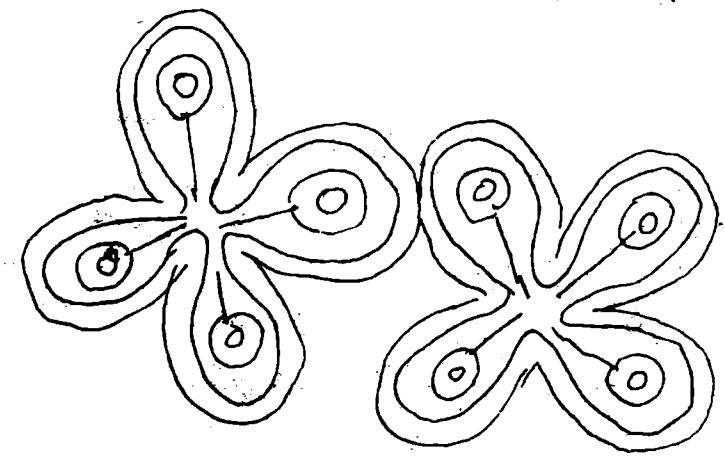

www.pathagar.com

হে সর্বত্যাগী খলীফা! তোমার দুয়ারে দেখেছি নিত্য ভীড়
মরু বন্ধুর জীবনের পথে অযুত লক্ষ পথ চারীর।
জান্নাতে ফেরদৌসের সব মুক্ত দরজা তোমাকে ডাকে
এস সিদ্দিক সঙ্গী যে করেছে সাথী নিঃস্বতাকে

সব সম্পদ নিখিল বিশ্বে বিলায়ে
ফেরদৌসের পথে সে শান্তি হেলাল গিয়েছে "মিলায়ে।
আজো আমি সে মহান নবীর চির সাথীর
সমবেদনার সহানুভূতির অশ্রু নীর।
তবু সে সত্য পথে দুর্বার, দুর্জয় তার দুঃসাহস
সব অসত্য মিথ্যার শিরে হালে সে বজ্র প্রবল রোষ।

-ফররুখ আহমদ

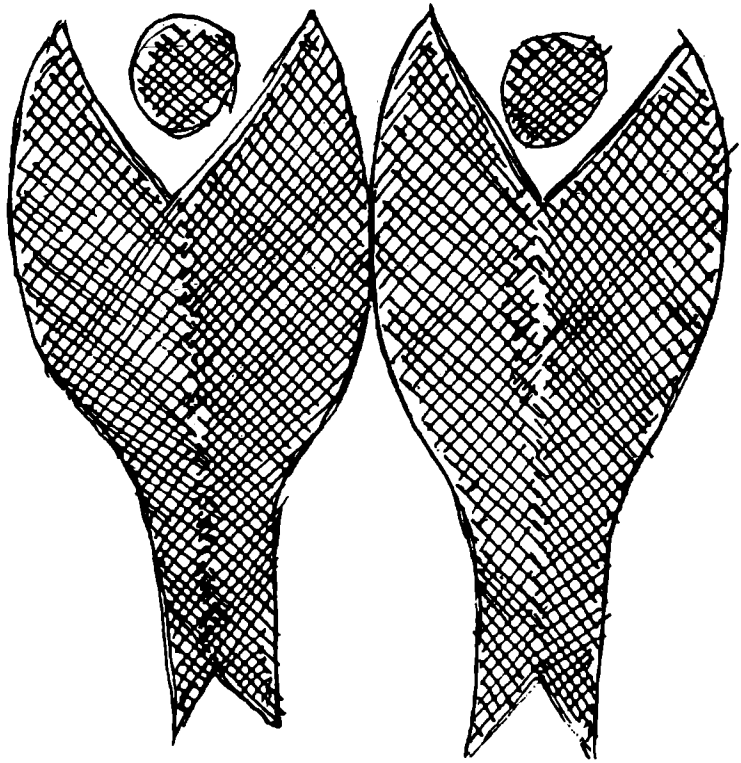

www.pathagar.com

প্রকাশকের কথা

গল্পে হযরত আবূ বকর (রা.) হীরে মোতি পান্না সিরিজের দ্বিতীয় গ্রন্থ। এই গ্রন্থের লেখক মসউদ-উশ-শহীদ শিশু কিশোরদের উপযোগী-মুসলিম জাহানের প্রথম খলীফা হযরত আবূ বকর (রা.) এর জীবনের মূল্যবান অনুকরণীয় ঘটনা-সমূহ থেকে খন্ড খন্ড কিছু ঘটনা সহজভাবে গল্পের আকারে উপস্থাপিত করেছেন।

১৯৮৮ সালে এই গ্রন্থ প্রথম
প্রথম সংস্করণ দ্রুত নিঃশেষ হয়ে যায়।
বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ এই গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।
আমরা আশা করি এই গ্রন্থ আমাদের শিশু কিশোরদের জীবনকে সুন্দর রূপে গড়ে তুলতে সাহায্য করবে।

www.pathagar.com

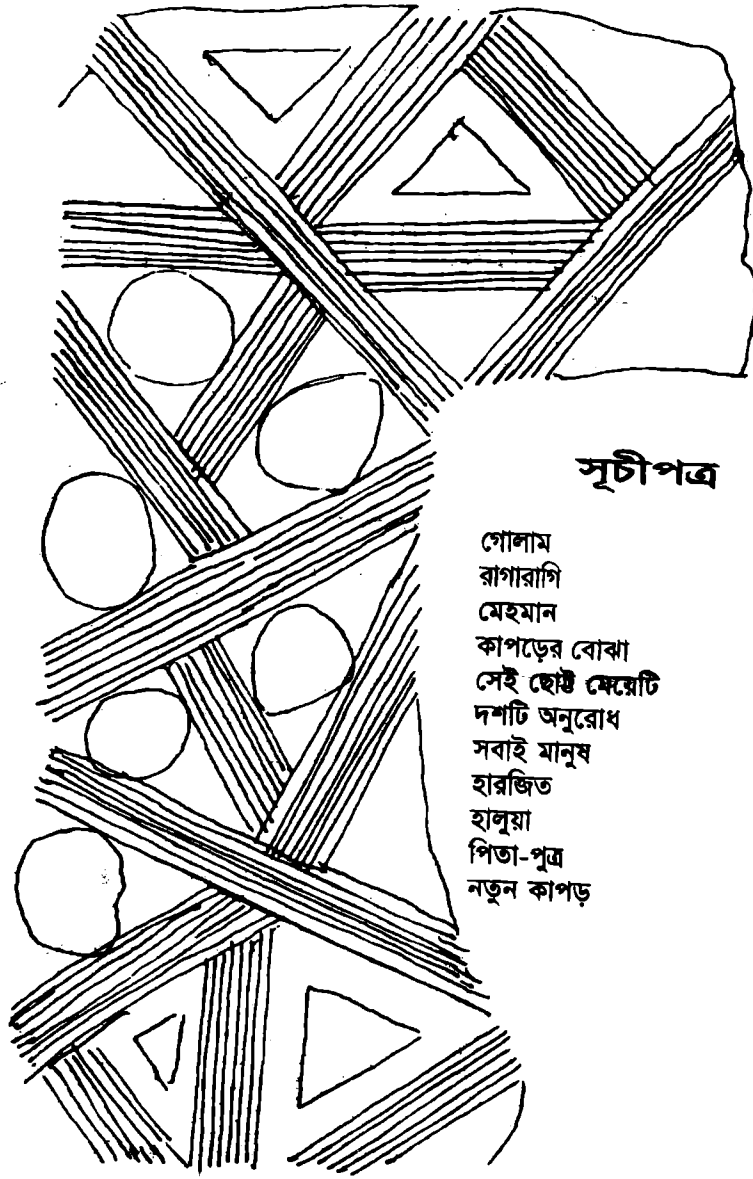

সূচীপত্র

গোলাম	৭
রাগারাগি	১৪
মেহমান	১৯
কাপড়ের বোঝা	২৪
সেই ছোট্ট মেয়েটি	২৮
দশটি অনুরোধ	৩৩
সবাই মানুষ	৪১
হারজিত	৪৫
হালুয়া	৫০
পিতা-পুত্র	৫৪
নতুন কাপড়	৫৯

www.pathagar.com

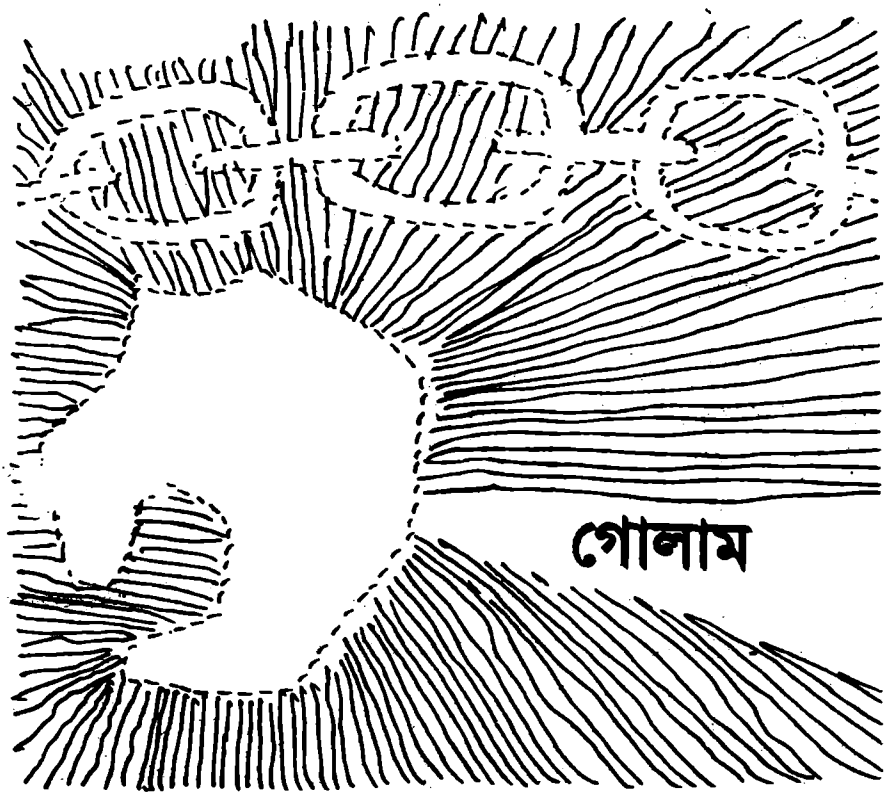

হাঁস-মুগরী গৃহপালিত প্রাণী। গরু-ছাগল গৃহপালিত পশু। ঘোড়া-গাধা, উট, দুম্বা, ভেড়াও গৃহপালিত পশু। এসব পশু আমরা বেচা-কেনা করি।

আমরা হাঁস-মুরগীর ডিম খাই। হাঁস-মুরগীর গোশ্‌ত খাই। গরু-ছাগলের দুধ খাই, গোশ্‌ত খাই। গরু-মহিষ দিয়ে হাল-চাষ করি। গাধা ঘোড়া-উট আমাদের বাহনের কাজ করে।

এসব পশু-পাখি যে কিনে নেয় সেই হয় এদের মালিক। মালিকের ইচ্ছের ওপরই এদের জীবন-মরণ নির্ভর করে। মালিকের ইচ্ছে মতোই এদের চলতে হয়। এদের সমস্ত পরিশ্রমের মূল্য পায় এদের মালিক। এদের নিজের কিছু নেই। নিজের কোন ইচ্ছেও নেই এদের। এরা ইতর প্রাণী। ইতর প্রাণীরা নিজের ভালো-মন্দ বোঝে না। বুঝলেও ভালোমন্দের কোন অধিকার নেই এদের। মালিকের খেয়াল-খুশিই এদের খেয়াল-খুশি।

www.pathagar.com

এককালে মানুষ মানুষকে পশু-পাখির মতো বেচা-কেনা করতো। সবল মানুষরা দুর্বল ও গরীবদের ধরে ধরে বিক্রি করে দিতো।

আমাদের মহানবী (স.)-র সময়ও এ রকম মানুষ বেচা-কেনা হতো। ধনী লোকেরা বাজার থেকে নিজের পছন্দ মতো মানুষ কিনে আনতো। ঘরে এনে তাদের গোলাম বানিয়ে রাখতো।

কোন ভদ্রলোক বিদেশে সফরে গেছেন। সেখানে কতো ডাকাত থাকে, দুর্বৃত্ত থাকে। তারা এই সব ভদ্র ও নিরীহ মানুষদের সর্বস্ব কেড়ে নেয়। কখনো কখনো তাদের বন্দী করে বিক্রি করে দেয়।

এক দেশের সাথে আরেক দেশের যুদ্ধ হলে পরাজিত সৈনিক ও লোকদের ধরে ধরে বিজিত দেশের লোকেরা গোলাম বানিয়ে নিতো। সে সব গোলামদের মধ্যে অনেক ভালো মানুষও থাকতেন। অনেক জ্ঞানীগুণী মানুষও এভাবে গোলাম হয়ে যেতেন।

কেউ একবার গোলাম হলে তার বংশধররাও বংশপরম্পরায় গোলাম হয়ে যেতো।

গোলামদের জীবন ছিলো গৃহ-পালিত পশু-পাখির চেয়েও খারাপ। মালিকরা তাদের উপর পশু-পাখির চেয়েও খারাপ ব্যবহার করতো। তারা তাদের মেরে ফেললেও কেউ কিছু বলতো না।

আমাদের মহানবী (স.) মানুষের এ দুরবস্থা দেখে খুব দুঃখ পেতেন। তিনি যখনই সুযোগ পেতেন এ রকম গোলামদের ক্রয় করে মুক্ত করে দিতেন। তিনি বলতেন, মানুষ মানুষের গোলাম হতে পারে না। দুনিয়ার সব মানুষ সমান। সব মানুষের সমান অধিকার।

আমাদের মহানবী (স.)-র এ কথা শুনে মুসলমানরা অনেকেই তাঁদের গোলামদের মুক্ত করে দেন। আর যাঁরা গোলামদের মুক্ত করেন নি তাঁরা তাদের সাথে নিজের ভাইয়ের মতো ব্যবহার করতে লাগলেন। নিজেদের মতো গোলামদের ও খাবার ও পোশাক দিতে লাগলেন। তাদের কাজকর্মেও শরীক হতে লাগলেন। ফলে গোলামরা আর গোলামের মতো থাকলো না। তারাও যেন মালিকের পরিবারের এক একজন সদস্য।

www.pathagar.com

এ ব্যাপারে সাহাবীরা আরো বেশি অগ্রগামী। সাহাবীগণের গোলামদের অনেক সময় চেনাই যেতো না। তারা সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে চলাফেরা করতো। এমন কি তারা তাদের স্বাধীন মতামতও প্রকাশ করতে পারতো। রোগ-শোকে আরাম-আয়েশ ও সেবাযত্ন থেকেও বঞ্চিত হতো না।

হযরত আবু বকর (রা.) ও আমাদের মহানবী (স.)-এর অনুসরণে ক্রীতদাসদের ক্রয় করে মুক্ত করে দিতেন।

গোলামরা স্বাধীনতার স্বাদ পেয়ে খুবই খুশি হতো। স্বাধীন জীবনে তারা নিজেদের ইচ্ছে মতো চলতে পারতো। নিজেদের ইচ্ছে মতো কাজ করতেও পারতো।

স্বাধীন হওয়ার পর অনেক গোলাম পৃথিবীতে অনেক মহৎ মহৎ কাজ করেছেন। তাঁদের অনেকেই আজো স্মরণীয় বরণীয় হয়ে আছেন।

হযরত আবূ বকর (রা.) বেশি দুর্বল ও নির্যাতিত গোলামদের কিনে মুক্ত করে দিতেন। এভাবে গোলামদের মুক্ত করতে দেখে তাঁর পিতা হযরত আবূ কোহাফা (রা.) ভাবলেন, আবূ বকর হয়তো ভুল করছে।

একদিন আবূ কোহাফা (রা.) হযরত আবূ বকর (রা.)-কে ডেকে বললেনঃ -বাবা, তুমি হয়তো ভুল করছো।

হযরত আবূ বকর (রা.) পিতার কথা বুঝতে না পেরে নীরবে দাঁড়িয়ে থাকলেন।

আবূ কোহাফা (রা.) ভাবলেন পুত্রকে খুলে বলা দরকার। তিনি বললেনঃ বাবা তুমি তো জানো কুরাইশরা তোমার দুশমন। তারা সব সময় তোমার ক্ষতিরই চিন্তা করে। সম্ভব হলে তারা তোমার প্রাণ নাশ করতেও দ্বিধা করবে না।

হযরত আবূ বকর (রা.) বললেনঃ জানি।

ঃ তাহলে তুমি যে সব গোলামদের মুক্ত করে দিচ্ছো সে সব গোলামদের দিকে একটু নজর দিও।

www.pathagar.com

হযরত আবূ বকর (রা.) এ কথার অর্থ বুঝতে না পেয়ে পিতার দিকে তাকালেন।

হযরত আবূ কোহাফা (রা.) বললেন ঃ তুমি যাদের মুক্ত করেছো তারা তো বেশ দুর্বল ও রোগা। তারা কি তোমার কোন উপকারে আসবে? তারা তোমার নিরাপত্তার কোন কিছুই করতে পারবে না। তুমি বরং শক্ত সমর্থ গোলামদের মুক্ত করার চেষ্টা করো। তারা তোমাকে রক্ষা করতে পারবে।

পিতার কথা শুনে হযরত আবূ বকর (রা.) হাসলেন। বললেনঃ আমি তো আল্লাহ্‌র সন্তুস্টির জন্যেই গোলামদের মুক্ত করে দিচ্ছি। আমার জীবন রক্ষার উদ্দেশ্যে নয়।

হযরত আবূ বকর (রা.)-এর কথা শুনে পিতা হযরত আবূ কোহাফা (রা.) আর কিছু বললেন না। মনে মনে পুত্রের জন্যে দোয়া করলেন।

এদিকে মুসলমানদের এই সুন্দর ব্যবহার দেখে নির্যাতিত চিরদুঃখী গোলামরা দলে দলে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করতে লাগলো।

সাহাবীগণের মধ্যেও অনেকে পূর্বে গোলাম ছিলেন। স্বাধীন হওয়ার পর তাঁরা জ্ঞান-গরিমায় ও ত্যাগ-তিতিক্ষায় সাহাবীর মর্যাদায় সম্মানিত হয়েছেন।

মুসলিম জাহানের প্রথম মুয়াজ্জিন হযরত বেলাল (রা.)-ও তেমনি একজন গোলাম ছিলেন। উমাইয়া ছিলো তাঁর মালিক।

হযরত বেলাল (রা.) মুসলমান হওয়ার পূর্বেও খুবই সৎ ও কর্মঠ মানুষ ছিলেন। উমাইয়া তাঁর কাজ কর্মে খুবই সন্তুষ্ট ছিলো। ভালো কাজের জন্যে উমাইয়ার কাছে হযরত বেলাল (রা.)-এর সুনাম ছিলো প্রচুর। উমাইয়া যখন তখন তাঁর প্রশংসা করতো।

কিন্তু একদিন মালিক উমাইয়া জানতে পারলো- বেলাল (রা.) ও মুসলমান হয়ে গেছেন।

হযরত বেলাল (রা.)-এর মুসলমান হওয়ার কথা শুনে উমাইয়া তো রেগে-মেগে অগ্নিশর্মা। সে বেলাল (রা.)-কে ডাকলো।

www.pathagar.com

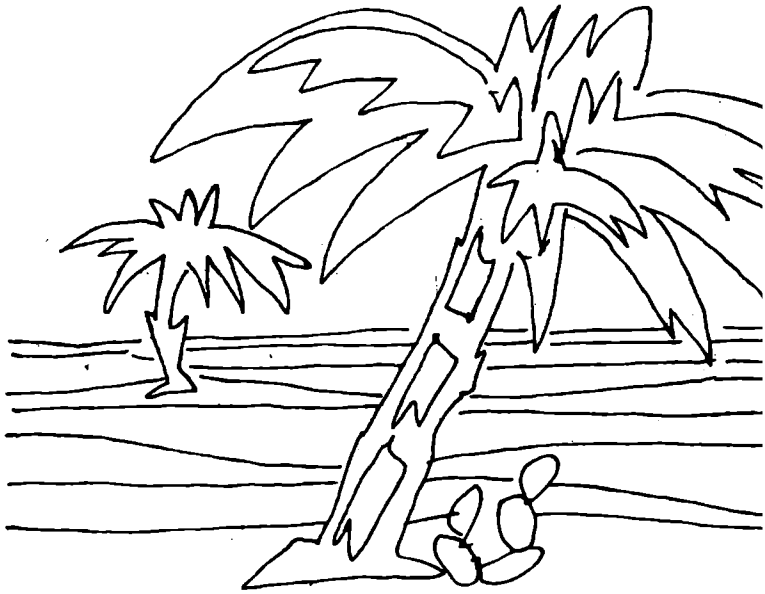

হযরত বেলাল (রা.) তার সামনে এলে সে জিজ্ঞেস করলোঃ তুমি কি মুহাম্মদের ধর্ম গ্রহণ করেছ?

ঃ হ্যাঁ। নীচু অথচ দৃঢ় কণ্ঠে হযরত বেলাল (রা.) জবাব দিলেন।

ঃ এর কি শাস্তি জানো তো ?

ঃ জানি। পুনরায় দৃঢ় কণ্ঠে হযরত বেলাল (রা.) জবাব দিলেন। উমাইয়া তাঁকে কঠিন শাস্তির আভাস দিলেন।

কিন্তু হযরত বেলাল (রা.) সে শাস্তির হুমকিকে উপেক্ষা করে তাঁর নিজের সিদ্ধান্তে অটল থাকলেন।

উমাইয়া দেখলো কথায় কোন কাজ হবে না। হুকুম দিলো তাঁকে চাবুক মারার জন্যে।

www.pathagar.com

হুকুম পেয়ে এলোপাতাড়ি চাবুক মারা হলো তাঁকে। চাবুকের আঘাতে শরীর কেটে ঝর ঝর করে রক্ত ঝরতে লাগলো।

কিন্তু না, হযরত বেলাল (রা.) সব আঘাত নীরবে সহ্য করলেন। আর মনে মনে আল্লাহ্‌কে ডাকলেন।

উমাইয়া এবার নিজের হাতে চাবুক নিলো। গায়ের সমস্ত শক্তি দিয়ে চাবুক মারলো। চাবুকের আঘাতে হযরত বেলাল (রা.) জ্ঞান হারিয়ে ফেলেন।

জ্ঞান ফিরলে উমাইয়া বললোঃ এখনো সময় আছে, মুহাম্মদের ধর্ম ত্যাগ করো। নয়তো আরো কঠিন সাজা দেবো।

হযরত বেলাল (রা.) উমাইয়ার কথার জবাব না দিয়ে বলতে লাগলেন ঃ আহাদ! আহাদ! আল্লাহ এক ! আল্লাহ এক!

উমাইয়ার আর সহ্য হলো না। সে তাঁকে মরুভূমির গরম বালুতে শুইয়ে বুকের উপর পাথর চাপা দিয়ে রাখলো সারাদিন। হযরত বেলাল (রা.)পরম ধৈর্য সহকারে মরার মতো পড়ে থাকলেন সেই আগুনের মতো গরম বালুতে।

সন্ধ্যেয় গিয়ে উমাইয়া দেখে হযরত বেলাল (র.) খুব ক্ষীণ কণ্ঠে বলছেনঃ আহাদ ! আহাদ!

সেখান থেকে এনে বেঁধে রাখলো কয়েকদিন। কিছুই খেতে দিলো না তাঁকে। কিন্তু তাতেও কিছু হলো না।

এবার সে রাস্তার বখাটে ছেলেদের ডেকে তাদের হাতে তুলে দিলো হযরত বেলাল (রা.)-কে। টাকার লোভে ওরা নিরীহ হযরত বেলাল (রা.)-এর গলায় দড়ি বেঁধে হৈ হৈ করে টেনে হিচড়ে রাস্তায় রাস্তায় দৌড়াতে লাগলো। রাস্তায় ইট-পাথরের ঘষায় তাঁর পিঠের চামড়া ছিঁড়ে রক্ত ঝরতে লাগলো।

এতেও কিছু হলো না।

উমাইয়াও কিন্তু দমার পাত্র নয়। সেও হযরত বেলাল (রা.)-কে নির্বিচারে মারধোর করতে লাগলো।

একদিন এভাবে মারধোর করার সময় হযরত আবূ বকর (রা.) ওই

www.pathagar.com

পথ দিয়ে যাচ্ছিলেন। নিরীহ গোলাম হযরত বেলাল (রা.)-এর ওপর এরকম অমানুষিক অত্যাচার দেখে তাঁর বড় খারাপ লাগলো। তিনি উমাইয়ার সামনে গিয়ে বললেনঃ ওকে এভাবে মারছো কেন? কাজে লাগে তো বিক্রি করে দাও !

উমাইয়া বললোঃ অতো মায়া হলে তুমিই কিনে নাও না কেন? কোন কাজই তো হয় না ওকে দিয়ে।

হযরত আবূ বকর (রা.) হযরত বেলাল (রা.)-কে কিনে নেবেন ঠিক করলেন।

বাড়িতে গিয়ে টাকা-পয়সা নিয়ে হাজির হলে উমাইয়া বেঁকে বসলো।

এদিকে আমাদের মহানবী (স.)-এরও ইচ্ছে হযরত বেলাল (রা.)-কে যেভাবে হোক মুক্ত করতে হবে।

হযরত আবূ বকর (রা.) মহানবী (স.)-এর এ ইচ্ছের কথা জানাতেন। তিনি ঠিক করলেন, যত টাকা লাগে লাগুক তিনি বেলাল (রা.)-কে কিনে মুক্ত করে দেবেন।

তিনি হযরত আব্বাস (রা.)-কে উমাইয়ার মায়ের নিকট পাঠালেন। উমাইয়ার মা ও স্ত্রী ভাবলো ঃ বেলালকে দিয়ে তো কোন কাজই হচ্ছে না।

তারা উমাইয়ার উপর চাপ সৃষ্টি করতে লাগলো।

উমাইয়ার মন নরম হলে হযরত আবূ বকর (রা.) আবার তার কাছে গেলেন।

উমাইয়া এবার আর না করতে পারলো না। বললোঃ একশ' আওরীয়া এবং একটি ভালো গোলাম কেনার পয়সা দিলে বেলালকে বেচবো।

হযরত আবূ বকর (রা.) তাকে তা-ই দিলেন।

উমাইয়া হযরত বেলাল (রা.)-কে হযরত আবূ বকর (রা.)-এর হাতে তুলে দিলে হযরত আবূ বকর (রা.) তাঁকে বাড়িতে এনে মুক্ত করে দিলেন।

www.pathagar.com

রাগারাগি

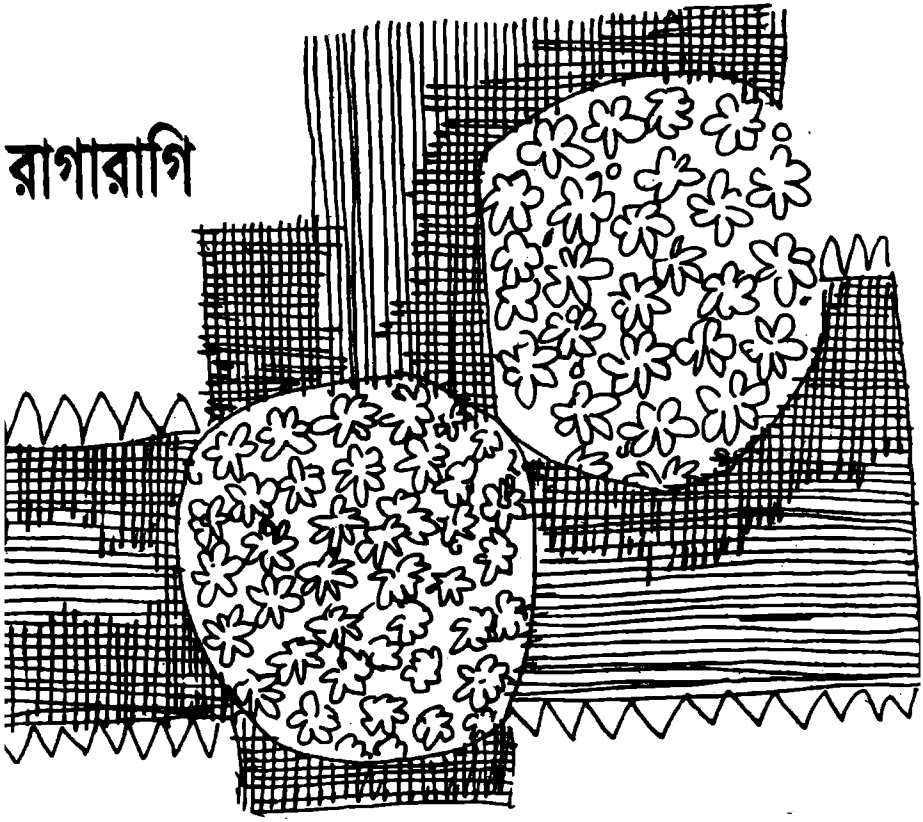

মতের অমিল হলে আমরা ঝগড়া করি। কখনো কখনো গালাগালি করি। হাতাহাতি করি। মারামারি করি। খুন-যখমও করে ফেলি।

কেউ কোন ভুল করলে কিংবা দোষ করলে আমরা রেগে যাই। তাকে গালাগাল দেই। সুযোগ পেলে কিল-ঘুষি মারি।

রাগের মাথায় কেউ কেউ হত্যাও করে ফেলে।

রাগের মাথায় কারো হুশ-জ্ঞান থাকে না। তখন মানুষ পশুর মতো হয়ে যায়। কি করছে সে বুঝতে পারে না। পরে যখন এর কুফল পেতে থাকে, তখন আফসোস করে। মাথা কুটে মরে।

আমাদের প্রিয় নবী (স.) তাই রাগের মাথায় কিছু করতে কঠোরভাবে

www.pathagar.com

নিষেধ করেছেন। তিনি বলেছেন ঃ রাগ হলে দাঁড়ানো থাকলে বসে যেতে। তাতেও যদি রাগ না কমে, তাহলে শুয়ে যেতে।

মুসলমানদের রাগ করতে নেই। রাগের মাথায় কোন সিদ্ধান্ত নিতে নেই। কোন কাজ করতে নেই।

রাগী লোকেরা শুধু ভুল করে। অন্যায় করে। আর পরে আফসোস করে। রাগ খুবই খারাপ।

তবুও রাগ এমন একটি ব্যাপার-কখন যে কার মাথায় চেপে বসে বলা যায় না।

আমাদের প্রিয় নবী (স.)-এরও মাঝে মাঝে রাগ হতো। রাগ এলে তিনি মুখে কিছু বলতেন না। শুধু মুখটা লাল হয়ে যেতো। মুহূর্তে আবার সব ঠিক হয়ে যেতো। তিনি রাগকে কখনো মনের ভেতর ঠাঁই দিতেন না।

আর সাহাবীদের রাগ এলে কিংবা রাগের মাথায় খারাপ কিছু করে বসলে রসূলুল্লাহ্ (স.)-এর নির্দেশটি মেনে চলতেন। রাগের মাথায় খারাপ কথা বললে সাথে সাথে মাফ চেয়ে নিতেন। গালাগালির বদলে গালাগালি দিতে পীড়াপীড়ি করতেন। কিলের বদলে কিল দিতে বলতেন। ঘুষির বদলে ঘুষি দিতে বলতেন।

একদিন একটা জরুরী বিষয় নিয়ে আলাপ হচ্ছিলো দুই সাহাবীর। একজন হযরত আবূ বকর (রা.)। রসূলুল্লাহ্ (স.) এর সবচেয়ে প্রিয় সাহাবী। সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ বন্ধু।

অন্যজন হযরত উমর (রা.)। তিনিও অন্যতম প্রিয় সাহাবী। তাঁকে ইসলামের কল্যাণময় পথে নিয়ে আসার জন্যে আল্লাহ্র কাছে বিশেষভাবে দোয়া করেছিলেন আমাদের প্রিয় নবী (স.)।

এ রকম দু'জন সাহাবীর আলোচনা নিশ্চয়ই খুবই গুরুত্বপূর্ণ ছিলো। কিন্তু আলোচনায় উভয়ে একমত হতে পারছিলেন না।

মানুষে মানুষে ধারণার পার্থক্য হয়। একই বিষয় বিভিন্ন ব্যক্তি বিভিন্নভাবে বোঝে। এখানেও তা-ই হলো। হযরত আবূ বকর (রা.) বারবার বুঝাতে চাইলেন তাঁর বক্তব্য। কিন্তু হযরত উমর (রা.) তা

www.pathagar.com

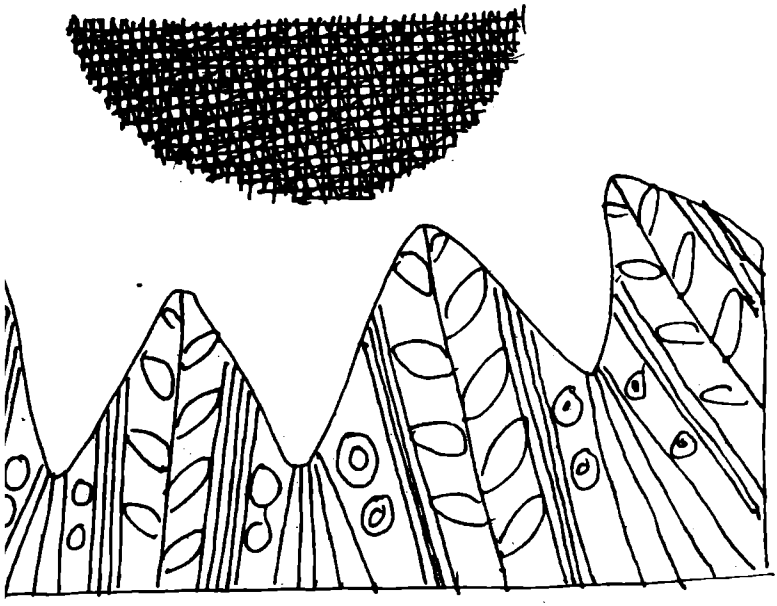

মানলেন না। তিনি হযরত আবূ বকর (রা.)-এর বিরোধিতা করলেন।

হযরত আবূ বকর (রা.) সব সময় আমাদের প্রিয় নবী (স.)-এর কথা মতো চলতেন। আমাদের নবী (স.) যা করতেন তিনিও তা নির্দ্বিধায় মেনে নিতেন। রসূলুল্লাহ্ (স.)-এর সবকিছু মনে প্রাণে বিশ্বাস করতেন হযরত আবূ বকর (রা.)। সেখানে কারো ওজর-আপত্তি সহ্য করতে পারতেন না। তিনি এতই ভালবাসতেন আমাদের প্রিয় নবী (সা.)-কে। এতই বিশ্বাস করতেন তাঁকে।

এ রকম একটা বিষয় নিয়ে হযরত উমর (রা.) দ্বিমত পোষণ করলে হযরত আবূ বকর (রা.) খুব রেগে যান। রাগের মাথায় তিনি হযরত উমর (রা.)-কে খুব খারাপ কথা বলে ফেলেন।

হযরত উমর (রা.) এতে মনে খুবই কষ্ট পান। সাথে সাথে তাঁর মুখ থমথমে গম্ভীর হয়ে যায়।

হযরত আবূ বকর (রা.)-ও সাথে সাথে তাঁর ভুল বুঝতে পারলেন। মনে মনে ভাবলেনঃ মতের মিল না হলেও তাঁর কটু কথা বলা উচিত হয় নি। তিনি বিনীত ভাবে হযরত উমর (রা.)-কে বললেনঃ ভাই আমার ভুল হয়েছে ভাই। আমাকে মাফ করে দাও।

www.pathagar.com

হযরত উমর (রা.)-এর মনের দুঃখ তখনো যায় নি। তিনি নীরবে দাঁড়িয়ে রইলেন।

হযরত আবূ বকর (রা.) তাঁর হাত ধরলেন। হাত ছাড়িয়ে নিয়ে চলে গেলেন হযরত উমর (রা.)

হযরত উমর (রা.) চলে যাওয়াতে হযরত আবূ বকর (রা.)-এর আরো খারাপ লাগলো। তিনি নিজের রাগের জন্যে অনুশোচনা করতে লাগলেন।

এখন কী করবেন তিনি ? কী ভাবে উমরের রাগ কমবে ? কীভাবে মাফ চাইবেন? কিছুই বুঝে উঠতে পারলেন না।

কোন সমস্যায় পড়লে হযরত আবূ বকর (রা.) মহানবী (স.)-র নিকট চলে যেতেন। এবারও মহানবী (স.)-এর কথা মনে এলো তাঁর। তিনি দ্রুত মহানবী (স.)-এর কাছে ছুটে গেলেন। নিজের ভুলের কথা বললেন। রাগের কথা বললেন। হযরত উমর (রা.)-কে গালাগালের কথা বললেন। হযরত উমর (রা.)-এর কাছে মাফ চাওয়ার কথা বললেন। মাফ না করে তাঁর চলে যাওয়ার কথাও বললেন।

হযরত আবূ বকর (রা.)-এর কথা শুনে রসূলুল্লাহ (স.)-র মুখের হাসির রেখা যেন ম্লান হয়ে গেলো। তিনি অস্থির হয়ে উঠলেন। বললেনঃ আবূ বকর, আল্লাহ্ আপনাকে মাফ করুন। আল্লাহ আপনাকে মাফ করুন।

একদিকে রাগ কমলে হযরত উমর (রা.) ভাবলেন, হযরত আবূ বকর্ (রা.)-এর কথায় তাঁর রাগ করা ঠিক হয় নি। হাজার হোক তিনি তো মুরুব্বী। মুরুব্বীর সাথে কখনো রাগারাগি করতে নেই। মুরুব্বীকে সব সময় সম্মান করতে হয়। তাঁদের ভুল বিনীতভাবে বুঝিয়ে দিতে হয়। আর তাঁরা যখন ভুল বুঝে ক্ষমা চান, তখন হাসি মুখে তাঁদের ক্ষমা করে দিতে হয়।

এ কথা মনে হতেই হযরত উমর (রা.) মনে মনে খুবই লজ্জিত হলেন। তিনি আর দেরি করলেন না। সোজা হযরত আবূ বকর (রা.)-এর বাড়ি চলে গেলেন।

www.pathagar.com

বাড়িতে তাঁকে পাওয়া গেলো না। হযরত উমর (রা.) বুঝলেন, তিনি এখন রাসূলুল্লাহ (স.)-র কাছেই আছেন। সেখানেই ছুটে গেলেন দ্রুত।

হযরত উমর (রা.) কে দেখে আমাদের মহানবী (স.)-এর রাগারাগির কথা মনে পড়লো। তিনি আবার অস্থির হয়ে উঠলেন। তাঁর চোখ-মুখ লাল হয়ে উঠলো।

রসূলুল্লাহ (স.)-র এ অবস্থা দেখে হযরত আবূ বকর (রা.) ভীষণ ভয় পেয়ে গেলেন। তিনি তাড়াতাড়ি হাটু গেড়ে বসে পড়লেন। আর বার বার বলতে লাগলেন ঃ দোষ উমরের নয়, দোষ আমারই। আমারই মেজাজ খারাপ হয়েছিলো বেশি। আমিই খারাপ কথা বলেছিলাম।

হযরত আবূ বকর (রা.)-এর অবস্থা দেখে রসূলুল্লাহ্ (স.)-র খুব মায়া হলো। তাঁর মুখে আবার হাসির রেখা ফুটে উঠলো।

রসূলুল্লাহ্ (স.)-র মুখে হাসি দেখে হযরত আবূ বকর (রা.)-এর বুকে সাহস ফিরে এলো। অন্য সাহাবীরাও আশ্বস্ত হয়ে নড়ে চড়ে বসলেন।

পরিস্থিতি শান্ত হয়ে এলে রসূলুল্লাহ্ (স.) উপস্থিত সাহাবীদের দিকে তাকালেন। সবার ওপর একবার চোখ বুলিয়ে নিলেন। তারপর আস্তে আস্তে বললেনঃ যখন আল্লাহ্র প্রথম ওহী এলো, তখন সবাই আমাকে অস্বীকার করেছিলো। সবার মনে ছিলো দ্বিধা-দ্বন্দ্ব। কিন্তু আবূ বকর শোনামাত্রই আমাকে আল্লাহ্র রসূল বলে স্বীকার করেছিলেন। একমাত্র তিনিই সবকিছু নির্দ্বিধায় মেনে নিয়েছিলেন। এখনো তিনি আমার কোন কিছু সন্দেহ করেন না। সবকিছু নিদ্বির্ধায় মেনে নেন।

মহানবী (স.)-এর এ বক্তব্য শুনে উপস্থিত সবাই সতর্ক হয়ে গেলেন হযরত আবূ বকর (রা.)-এর ব্যাপারে। সবাই মনে মনে ঠিক করে নিলেন- হযরত আবূ বকর (রা.)-এর সাথে আর কেউ ঝগড়া করবেন না। তাঁর সাথে রাগারাগি করবে না। তাঁকে সবাই সম্মান করবেন। শ্রদ্ধা করবেন।

www.pathagar.com

হযরত আবূ বকর (রা.)-কে ফিরে আসতে দেখে অবাক হলেন আবদুর রহমান (রা.)। অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকেন পিতার দিকে।

ঃ কি রে, কি হলো? এভাবে তাকিয়ে থাকতে দেখে হযরত আবূ বকর (রা.) জিজ্ঞেস করলেন।

ঃ ফিরে এলেন যে?

ঃ ও, সেই জন্যে?

ঃ এখন তো ফেরার কথা ছিলো না।

ঃ না, কয়েকজন মেহমান পেলাম তো। ওদের নিয়ে এলাম। ওদের ভালোভাবে খাইয়ে দিও। আমি রসূলুল্লাহ্‌র কাছে যাচ্ছি।

ঃ আচ্ছা। আপনি কখন ফিরবেন?

www.pathagar.com

ঃ আমার ফিরতে একটু দেরি হতে পারে। আগে ভাগেই ওদের খাইয়ে দিও। বলেই হযরত আবূ বকর (রা.) দ্রুত চলে গেলেন।

হযরত আবদুর রহমান (রা.) মেহমানদের বসালেন। হাত-মুখ ধোওয়ার পানি দিলেন। তারপর ভেতরে গেলেন।

মাকে বললেনঃ আম্মা, মেহমান আছে। ঘরে কি কিছু আছে?

ঃ ক'জন মেহমান? মা জিজ্ঞেস করলেন।

ঃ দু'তিন জন।

ঃ হ্যাঁ, যা আছে তাতেই ওদের হবে।

ঃ নিয়ে যাই ওগুলো?

ঃ নাও।

মা সব খাবার বেড়ে দিলেন মেহমানদের জন্যে।

আবদুর রহমান (রা.) সুন্দর করে সাজিয়ে গুছিয়ে খাবারগুলো মেহমানদের সামনে রাখলেন।

বিনীতভাবে বললেনঃ দয়া করে আপনারা খেতে শুরু করুন।

মেহমানদের একজন বললেনঃ আপনার আব্বা কই?

ঃ আব্বা রসূলুল্লাহ (স.)-র কাছে গেছেন। আপনারা খেয়ে নিন। হযরত আবদুর রহমান (রা.) জবাব দেন।

ঃ না, তিনি ফিরে আসলে তাঁর সাথেই খাবো।

ঃ আব্বার আসতে দেরি হবে। আপনারা খেয়ে নিন। অনুনয় করে আবদুর রহমান (রা.) পুনরায় বলেন।

ঃ না, আমরা তাঁর জন্যে অপেক্ষা করবো। তাঁর সাথেই খাবো আমরা।

হযরত আবদুর রহমান (রা.) বেকায়দায় পড়ে যান এবার। বলেনঃ আব্বার আসতে বেশ রাত হবে। আপনারা ক্ষিদেয় কষ্ট পাবেন।

ওরাও নাছোড়বান্দা বাড়ির মালিক ছাড়া কিছুতেই খাবেন না।

আবদুর রহমান (রা.) এবার মরিয়া হয়ে বলেনঃ আপনারা না খেলে আব্বা এসে খুব রাগ করবেন।

তবুও মেহমানরা বসে থাকেন।

www.pathagar.com

আবদুর রহমান (রা.) তাঁর মাকে ধরলেন।

মা-ও মেহমানদের বোঝালেন।

কিন্তু কার কথা কে শোনে ! মেহমানরা কিছুতেই রাজি হলেন না। ঠায় বসে থাকলেন।

খাবার পড়ে থাকলো। কেউই স্পর্শ করলেন না।

অনেক রাতে হযরত আবূ বকর (রা.) বাড়ি ফিরলেন। ফিরেই দেখেন মেহমানরা জেগে আছেন তখনো। অতো রাত পর্যন্ত মেহমানদের বসে থাকতে দেখে অবাক হলেন।

ঘরে ঢুকে তিনি মেহমানদের সালাম দিলেন। কুশল জিজ্ঞেস করলেন। জানতে চাইলেন কোন কষ্ট হয়েছে কিনা। খাওয়া-দাওয়ার কথাও জিজ্ঞেস করলেন।

মেহমানরা সব কথা খুলে বললেন। বললেনঃ আমরা আপনার জন্যেই অপেক্ষা করছি। আসুন এক সাথে খাবো।

মেহমানদের কথা শুনে তাঁর একটু খারাপ লাগলো। তিনি ওখান থেকে ডাক দিলেনঃ আবদুর রহমান!

এ দিকে হযরত আবদুর রহমান (রা.) আব্বার ডাক শুনে আড়ালে লুকিয়ে গেলেন। ভয়ে আর বেরোতেই চান না। চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকলেন তিনি।

হযরত আবূ বকর (রা.) আবার ডাকলেন।

আবদুর রহমান (রা.) এবারও সাড়া দিলেন না।

হযরত আবূ বকর (রা.) সত্যি সত্যি রেগে গেলেন এবার। বললেনঃ মুর্খ-কোথাকার! আমার ডাক কি শুনতে পাও না? শুনলে আসছো না কেন। কি হয়েছে তোমার?

আর লুকিয়ে থাকা যায় না। আব্বার রাগের সাথে ঢের পরিচয় আছে আবদুর রহমানের।

ভয়ে ভয়ে তিনি বেরিয়ে এলেন। এসে হযরত আবূ বকর (রা.)-এর সামনে মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে থাকলেন নীরবে।

হযরত আবূ বকর (রা.) জিজ্ঞেস করলেনঃ কি হয়েছে বলো।

www.pathagar.com

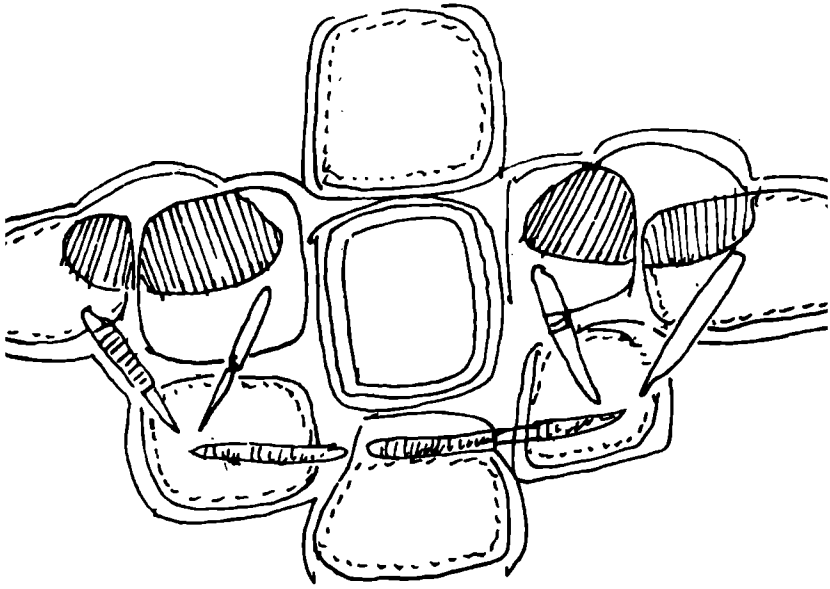

ঃ মেহমানদেরই জিজ্ঞেস করুন। ভয়ে ভয়ে আবদূর রহমান (রা.) জবাব দেন। চোখ খুলে তাকাতে সাহস পান না তিনি।

হযরত আবূ বকর (রা.)-এর রাগ আরো চরমে উঠলো। মেহমানদের-বললেনঃ আপনারা আমার জন্যেই এতক্ষণ অপেক্ষা করেছিলেন?

ঃ জ্বি। তাঁরা জবাব দিলেন।

ঃ আসুন, এক সাথে খাই।

আল্লাহ্‌র কসম। আমি খাবো না। রাগের মাথায় হযরত আবূ বকর (রা.) মেহমানদের আহবানের জবাব দিয়ে ফেললেন।

হযরত আবূ বকর (রা.)-এর জবাব শুনে মেহমানদের খুব খারাপ লাগলো। তাঁরা তো আশা করেই বলেছিলেন। আশা করেই অপেক্ষা করেছিলেন হযরত আবূ বকর (রা.)-এর জন্যে। খুবই হতাশ হয়ে পড়লেন তারা।

ঃ আল্লাহ্‌র কসম। আপনি না খেলে আমরাও খাবো না। মেহমানরাও হতাশ গলায় বললেন।

এ দিকে আবদুর রহমানের আম্মাও বললেনঃ আল্লাহর কসম, আমিও খাবো না।

হযরত আবদুর রহমান (রা.) ছাড়া সবাই কসম করে ফেললেন।

www.pathagar.com

সারা ঘরময় এখন থমথমে নীরবতা। কারো মুখে হাসি নেই। যেন শোকাগ্রস্ত সবাই। নীরবতা ভেঙে কেউ কথাও বলছে না। আবদুর রহমান তো ভয়েই জড়োসড়ো।

হযরত আবূ বকর (রা.) ভাবলেন এ-তো খুবই খারাপ-এতো দুষ্ট শয়তানের কাজ। মেহমানদের নিয়ে তো রাগারাগি ভালো নয়। মেহমানদের সামনে তো আরো খারাপ। আসলে শয়তানে পেয়েছে আজ সবাইকে।

সাথে সাথেই তাঁর রাগ পড়ে গেলো। চোখে মুখে ফুটে উঠলো প্রশান্ত হাসির রেখা।

তিনি ছেলেকে ডাকলেন।

আবদুর রহমান (রা.) নীরবে মুখ তুলে আব্বার দিকে তাকালেন।

হযরত আবু বকর (রা.) বললেন ঃ এটা তো শয়তানী কাজ। যাও, খাবার নিয়ে এসো। সবাই এক সাথে খাবো।

আবদুর রহমান (রা.) এবার বুকে সাহস পেলেন। তাঁর মুখেও হাসির রেখা ফুটে উঠলো।

মেহমানরাও খুশি হলেন।

হযরত আবদুর রহমান (রা.) দ্রুত ভেতরে গিয়ে খাবার নিয়ে এলেন।

হযরত আবূ বকর (রা.) দেখলেন খাবার খুবই অল্প।

তবুও বললেনঃ চলো, এক সাথে সবাই খাই।

তাঁর অনুমতি পেয়ে সবাই বসে পড়লেন।

কেউ বাদ রইলো না। সবাই বিসমিল্লাহ বলে এক সাথে শুরু করলেন খাওয়া।

এক সময় খাওয়া শেষ হলো।

খেয়ে দেয়ে অবাক হলেন সবাই-এই সামান্য খাবার সবাই পরম তৃপ্তির সাথে খেলেন। কারো কম পড়েনি।

সবাই তৃপ্ত। সবাই খুশি।

মেহমানরাও খুশি।

www.pathagar.com

কাপড়ের বোঝা

পিঠে কাপড়ের বোঝা। বেশ ভারি। বোঝার ভারে নুয়ে পড়ছেন তিনি। দ্রুত হাঁটছেন তবু। দ্রুত। দৃঢ় পদক্ষেপে। চোখে-মুখে আশার আলো।

প্রতিদিন যান এভাবে। প্রতিদিনই ছোটেন তিনি। তবে এতো সকালে নয়। যান একটু বেলা হলে। আজ বেরোলেন খুব সকালে। সূর্য ওঠার পরপরই।

প্রতিদিনের মত দেখলো সবাই। দেখলো ছেলে-বুড়ো সবাই।

আশ্চর্য তো! এতো সকালে !

এতো সকালে কি কেউ বাজারে যায়?

কাজের লোক কাজ ফেলে তাকালো অবাক হয়ে। ছেলেমেয়েরা তাকালো খেলা বন্ধ করে। পথচারী দাঁড়ালো থমকে।

তবু নির্বিকার হেঁটে যাচ্ছেন তিনি। দ্রুত। খুব দ্রুত। যেন দৌড়াচ্ছেন। যেন এক্ষুনিই পৌঁছতে হবে।

www.pathagar.com

তিনি হাঁটছেন আর ভাবছেন। সবার আগে পৌঁছা চাই। যতো আগে পৌঁছবেন, ততোই ভালো। ততোই বেশি বিক্রি হবে কাপড়-চোপড়। সওদাগরীতে তাঁর লাভ চাই বেশি। অনেক লাভ। চাই প্রচুর টাকা। টাকা তাঁর খুব দরকার।

তাঁর নিজের সংসার আছে। আছে কতো অসহায় এতীম শিশু, আছে দুঃখী বিধবা। আছে দীন-দুঃখী। আর সবচে' অসহায় মানুষ-ক্রীতদাস।

ক্রীতদাসের দুঃখ তাঁর মনে বড় কষ্ট দেয়। কতো কষ্ট ওদের। পশুর মতো জীবন। নেই স্বাধীনতা। নেই ভালোমন্দের অধিকার। নেই নিজের ইচ্ছে। মালিকের ইচ্ছেই ওদের ইচ্ছে। গরু ছাগলের মতোই বেচা-কেনা হয় ওদের হাটে-বাজারে।

মানুষের এই করুণ অবস্থা কিছুতেই সহ্য করতে পারেন না তিনি। বেদনায় ভরে যায় সারাটা মন। তাই কিছু টাকা পেলেই ওদের কিনে নেন। কিনেই মুক্ত করে দেন। এজন্যেই তাঁর টাকা দরকার। অনেক টাকা।

টাকার জন্যেই তার এই সওদাগরী, এই ব্যবসা-বাণিজ্য। সবার আগেই তাই পৌঁছে যান বাজারে। সবার আগেই সাজিয়ে নেন কাপড়ের দোকান।

তাঁর এই স্বভাব নিত্য দিনের।

কিন্তু আজ ?

আজ তো সবদিনের মতো নয়। আজ তো তিনি সাধারণ সওদাগর নন। নন কোন সাধারণ মানুষ। আজ তাঁর অনেক মর্যাদা। অনেক ইজ্জত। আজ তিনি গোটা মুসলিম জাহানের খলীফা। মুসলিম জাহানের প্রথম খলিফা। এ কি সোজা কথা!

গতকাল মাত্র তিনি খলীফা হলেন।

খলীফার দায়িত্ব কি খুব সোজা? খলীফার কতো দায়িত্ব-কতো দিকে কতো ঝামেলা। কতো দিকে কতো খারাপ লোক মাথাচাড়া দিয়ে উঠবে। ক্ষতি করবে নিরীহ মানুষের। অন্যায় করবে। অত্যাচার করবে। চুরি করবে। ডাকাতি করবে। যুদ্ধ-বিগ্রহ করবে। খলীফাকে

www.pathagar.com

তো এসব দেখতে হবে। অন্যায়-অবিচার বন্ধ করতে হবে। দমন করতে হবে দুষ্ট লোকদের। রক্ষা করতে হবে এই নতুন মুসলিম জাহানকে। মজবুত করতে হবে একে। গড়ে তুলতে হবে আদর্শ রাষ্ট্রে। এসব কি কম ঝামেলার কথা।

লোকেরা তাই অবাক হলো। অবাক হলো খলীফা হযরত আবূ বকর (রা.)-এর এই কান্ড দেখে।

কিন্তু কোনো দিকে তাঁর খেয়াল নেই। তিনি যাচ্ছেন তো যাচ্ছেনই। এতগুলো লোক তাঁর দিকে অবাক বিস্ময়ে তাকাচ্ছে তা তিনি টেরও পেলেন না। বুঝতেও পারলেন না।

তিনি শুধু ছুটছেন। দৃষ্টি তাঁর সামনের দিকে।

কিন্তু তাঁকে তো ফেরাতে হবে।

কে ফেরাবে?

এমন যে লোক তিনি। কারো কথা শুনবেন না। কারো কথা বুঝবেন না। নিজে যা ভালো বোঝেন তাই করবেন।

এ রকম লোককে কি কেউ কিছু বলতে পারে?

না, কেউ সাহস পেলো না।

সবাই শুধু অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে রইলো।

বাজার আর দূরে নয়। আরো দ্রুত হাঁটেন তিনি। আরো দ্রুত। চোখে মুখে উজ্জ্বল অস্থিরতা।

কিন্তু হঠাৎ বাধা পেলেন। একদম হঠাৎই। আচমকা।

সামনে একদম মুখোমুখি পথ রোধ করে দাঁড়ালেন দু'জন মানুষ।

বাধা পেয়ে থমকে দাঁড়ালেন তিনি। মুখ তুলে দেখলেন তাঁদের। জিগগেস করলেন, কী ব্যাপার উমর, উবায়দা? পথ আগলে আছো যে?

পাল্টা প্রশ্ন করলেন তাঁরা, আপনার কাঁধে কি?

ঃ কাপড়-চোপড়।

ঃ কোথায় নিচ্ছেন? আবার প্রশ্ন করেন হযরত উমর (রা.) আর হযরত আবূ উবায়দা (রা.)।

www.pathagar.com

ঃ কেন? বাজারে- অবাক হয়ে জবাব দেন হযরত আবূ বকর (রা.)।

ঃ বাজারে ? আবার প্রশ্ন করেন তাঁরা।

ঃ হ্যাঁ, বাজারেই তো।

ঃ কেন? অবাক হলে যেন?

ঃ অবাক হবো না?

ঃ কেন?

ঃ কেন আবার কি? আপনি সওদাগরী করবেন। আর এদিকে ভেসে যাক সব কিছু?

ঃ কেন? ভেসে যাবে কেন?

ঃ ভেসে যাবে না? আপনি সারাদিন সওদাগরী করবেন। দেশ-বিদেশে ঘুরবেন-মালপত্র আনা নেওয়া করবেন। এতেই তো আপনার সময় চলে যাবে। খেলাফতের কি হবে?

ঃ তা তো বুঝলাম। কিন্তু আমার সংসার চলবে কি করে? আমার তো আর কোন কাজ নেই। বায়তুল মাল থেকেই আপনার সংসার চলবে। বায়তুল মাল থেকে আপনাকে ভাতা দেয়া হবে।

ঃ কিন্তু বায়তুল মালে তো আমার কোন হক নেই। ওখান থেকে কিভাবে আমার সংসার চলবে?

ঃ এবার হযরত উমর (রা.) ও হযরত আবূ উবায়দা (রা.)-এর অধৈর্য হবার পালা। তবুও মুখে হাসির রেখা। বললেন, সে আমরা দেখবো। খেলাফতের কাজেই তো আপনার কেটে যাবে সারা দিন-রাত। সওদাগরী করবেন কিভাবে?

হযরত আবূ বকর (রা.) ভাবলেন, তাই তো। এতসব কথা তো তিনি ভেবে দেখেন নি। এবার গভীরভাবে উপলব্ধি করলেন তাঁর দায়িত্বের কথা। তারপর বললেন, চলুন।

হযরত উমর (রা.) আর হযরত আবূ উবায়দা (রা.) এতক্ষণে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন। চোখে-মুখে তাঁদের এখন তৃপ্তির রেখা।

এবার তিনজনই নীরবে ফিরে চললেন বাড়ির দিকে।

www.pathagar.com

সেই ছোট্ট মেয়েটি

সেখ পল্লীতে আজ মহাখুশির দিন। সবার মনে আনন্দ। আজ যেন ঈদ উৎসব। আজ যেন নববর্ষের আনন্দ। ছেলে-বুড়ো সবাই আনন্দে আত্মহারা।

মিষ্টি বিতরণ হচ্ছে ঘরে ঘরে। সাজ সাজ রব চারদিক। হৈ হল্লা করছে কচি-কিশোর ছেলে-মেয়েরা। ঘরে-বাইরে, রাস্তা-ঘাটে যেন আনন্দের জোয়ার এসেছে।

কিন্তু একটি ছোট্ট মেয়ে বসে বসে কাঁদছে। তার মনে কোন আনন্দ নেই। সকাল থেকেই তার মন খারাপ। কোন কাজেই তার মন বসছে না।

www.pathagar.com

খোঁয়াড়ের বকরিগুলো সেই সন্ধ্যে থেকেই বাঁধা। সন্ধ্যে গড়িয়ে রাত পেরুলো। রাতের পর সকাল। সকাল গড়িয়ে দুপুর। এখন দুপুর গড়িয়ে বিকেল। বকরিগুলো সেই সন্ধ্যে থেকেই উপোস। কিছু খেতেও দেয়নি ওদের। নিজেও কিছু খায়নি সেই ছোট্ট মেয়েটি।

মেয়েটি একা একা বসে কাঁদছে। কাঁদছে আর কাঁদছে। সেদিকে কারো খেয়াল নেই। সবাই আজ আনন্দে আত্মহারা। তাদের মহল্লার আবূ বকর (রা.) আজ খলীফা হয়েছেন-হয়েছেন দেশের শাসনকর্তা। মুসলিম জাহানের শাসনকর্তা।

বড় দয়ালু। বড় জনদরদী। গরীব-দুঃখীর জন্যে তাঁর প্রাণ কাঁদে। মানুষের সেবায় কাটিয়ে দেন দিন রাত। সর্বস্ব বিলিয়ে দেন-দুঃখী মানুষের সুখের জন্যে, শান্তির জন্যে, সমৃদ্ধির জন্যে।

যার যে রকম সাহায্যের দরকার থাকে সে রকম সাহায্য করেন। ঘরে যখন খাবার থাকে তখন অভুক্তকে দেন খাবার, যখন ধন-সম্পদ থাকে তখন দরিদ্রকে দেন ধন-সম্পদ, যখন টাকা পয়সা থাকে তখন দেন টাকা-পয়সা- আর যখন কিছুই থাকে না তখন দেন কাজ করে।

এ রকম লোক খলীফা হলে, এ রকম লোক দেশের শাসক হলে কে না খুশি হয়।

কিন্তু সেই ছোট্ট মেয়েটি খুশি হতে পারে নি। অভিমানে দুঃখে কাঁদছে সে। ঘরের দরজা বন্ধ করে সে কাঁদছে আপন মনে।

বাইরের হৈ-হল্লা তার কাছে অসহ্য। এসব দেখে তার আরো বেশি খারাপ লাগছে। তার ইচ্ছে হচ্ছে- সে যেন আরো জোরে কাঁদে। চীৎকার করে গলা ফাটিয়ে কাঁদে।

হযরত আবূ বকর (রা.) খলীফা হয়েছেন। এ তার জন্যে বড় দুঃখের। বড় কষ্টের। এ বড় অলক্ষুণে সংবাদ।

আহা! আবূ বকর (রা.) যদি খলীফা না হতেন। হযরত আবূ বকর (রা.) যদি ঠিক আগের মতোই থাকতেন-আহা! কী যে ভালো হতো- কী যে উপকার হতো তার!

www.pathagar.com

কিন্তু কে শুনবে তার কথা ! কে বুঝবে তার অসুবিধার কথা! বকরী আর আবূ বকর (রা.) ছাড়া তো তার আর কেউ নেই। আবূ বকর ছাড়া এই বকরী দিয়ে কী করবে সে। দুঃখে ক্ষোভে মেয়েটি যেন চুল ছিঁড়ে ফেলে।

এদিকে হযরত আবূ বকর (রা.)-এর মনেও কি কম দুঃখ!

খলীফা হওয়ায় বড় বেশি শংকিত তিনি। বড় ভয় তাঁর মনে। বড় দুশ্চিন্তা সারাক্ষণ।

খলীফা ছিলেন না ভালোই ছিলেন। ছিলেন মুক্ত স্বাধীন পাখির মতো। যখন যা ইচ্ছে করতে পারতেন। কোন বাধ্য-বাধকতা ছিলো না।

কিন্তু এখন? এখন কি তিনি আগের মতো চলতে পারবেন ? তিনি কি আগের মতো গরীব-দুঃখীদের জন্যে কাজ করতে পারবেন? তাদের কি সাহায্য করতে পারবেন আগের মতো?

এ ভয়টা তাঁর দয়ালু মনকে ঘিরে ধরলো চারদিক থেকে। ভয়ে আতংকে তিনি যেন এতটুকু হয়ে গেলেন।

'সখ' পল্লীতে তিনি ছিলেন সবার সুখ-দুঃখের সাথী। এতোদিন তাদের পাশে পাশে থাকতে পারতেন সারাক্ষণ। এখন তো অনেক বড় দায়িত্ব-এখন কি পারবেন আগের মতো! এ দুঃখে তাঁর মন ভারাক্রান্ত। 'সখ' পল্লীর এতো উল্লাস, এত আনন্দ, কিছুই ভালো লাগছে না তাঁর।

কতো দিন কতো জনের কাজ করে দিয়েছেন তিনি- কাউকে দিয়েছেন টাকা-পয়সা, কাউকে কাপড়-চোপড়। কাউকে দিয়েছেন ঘর-দোর তৈরি করে। কাউকে দিয়েছেন ব্যবসা-বাণিজ্যের সুবিধা করে। আর যাদের বকরী আছে তাদের সবার বকরীর দুধ দোহন করে দিতেন তিনি।

দুধ দোহনে হযরত আবূ বকর (রা.) ছিলেন খুবই দক্ষ। তিনি নিজের হাতে দুধ দোহন করলে সবচে বেশি দুধ পেতেন। তিনি মাখনও তৈরী করতে পারতেন সবচেয়ে ভালো। তাই সখ পল্লীর লোকেরা তাঁকে দিয়েই তাদের বকরির দুধ দোহন করাতো।

www.pathagar.com

আর এ কাজটি করে তিনিও বেশ আনন্দ পেতেন।

সেই 'সখ' পল্লীর সেই ছোট্ট মেয়েটিরও বেশ ক'টি বকরি ছিলো। হযরত আবূ বকর (রা.) তার বকরিও দুধ দোহন করে দিতেন। দিতেন তার জন্যে মাখন তৈরি করে।

বড় ভালো মেয়ে। বড় গরীব। আহা বেচারী, বকরিগুলো ছাড়া আর কেউ নেই তার।

মেয়েটির জন্যে হযরত আবূ বকর (রা.)-এর খুব মায়া হয়।

মেয়েটির কথা মনে পড়তেই তিনি ছুটে গেলেন তার ঘরে। দেখলেন- চুপ-চাপ বসে আছে সে-চোখে তার অশ্রুর ধারা।

অবাক হলেন হযরত আবূ বকর (রা.)। কাঁদছে কেন মেয়েটি ? কি হলো তার? মেয়েটির দুঃখে তাঁরও কান্না পাচ্ছে।

তিনি আস্তে আস্তে মেয়েটির কাছে গেলেন। মাথায় হাত রাখলেন আলতো করে। আদর করে জিজ্ঞেস করলেন।

ঃ কাঁদছো কেন মা? কী হয়েছে তোমার?

অভিমানে মেয়েটি হাত সরিয়ে দিলো। মুখ ফিরিয়ে নিলো অন্য দিকে।

হযরত আবূ বকর (রা.) বুঝলেন- মেয়েটি তো তাঁর সাথেই রাগ করেছে। কিন্তু কেন?

তিনি আবার ডাকলেন ঃ তুমি কি আমার সাথে রাগ করেছো মা?

এতক্ষণে মেয়েটি মুখ খুললোঃ বললো, কে বলছে আপনাকে খলীফা হতে?

ঃ কেন মা? তোমার কি খুব খারাপ লাগছে?

ঃ লাগবে না? অভিমানে ঠোঁট উল্টায় মেয়েটি।

ঃ কী করবো? সবাই যে জোর করে খলীফা বানিয়ে দিলো। আমি তো খলীফা হতে চাই না। খলীফার যে অনেক বড় দায়িত্ব। অনেক কাজ।

খলীফার কোন কথা যেন কানে ঢোকে না মেয়েটির। সে নিজে নিজেই বলে যায়- আবার দরদ দেখাতে এসেছেন। এখন আমার কী

www.pathagar.com

হবে? কে আমার বকরির দুধ দোহন করাবে এখন? আপনার তো খলীফাগিরি করতে করতেই দিন ফুরিয়ে যাবে।

হায়, আমার কী হবে এখন? কে আমার বকরির দুধ দোহন করবে? কে আমাকে মাখন বানিয়ে দেবে?- কী হবে এখন আমার? মেয়েটি বিলাপের মতো করেই বার বার বলতে লাগলো।

মেয়েটির কান্ড দেখে হযরত আবূ বকর (রা.)হেসে ফেললেন। আদর করে মাথার হাত বুলিয়ে দিলেন।

বললেনঃ ওমা! খলীফা বুঝি দুধ দোহন করতে পারে না? খলীফা বুঝি মাখন বানাতে পারে না? খলীফা বুঝি মানুষ নয়।

মেয়েটি অবাক হয়ে খলীফার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে।

খলীফা আবারও তার মাথায় হাত বুলিয়ে দিলেন।

বললেনঃ দেখো মা, আমি ঠিকই তোমার বকরির দুধ দোহন করে দেবো। মাখনও তুলে দেবো যখন তুমি বলো।

যাও মা, এবার বকরিগুলো মাঠে নিয়ে যাও। উপোস থেকে ওরা ক্ষিদের জ্বালায় বড় কষ্ট পাচ্ছে। যাও মা-আর দেরি করো না।

এতক্ষণে মেয়েটির মুখে হাসি ফুটলো। আনন্দে নাচতে নাচতে বকরিগুলো নিয়ে মাঠে চলে গেলো সেই ছোট্ট মেয়েটি।

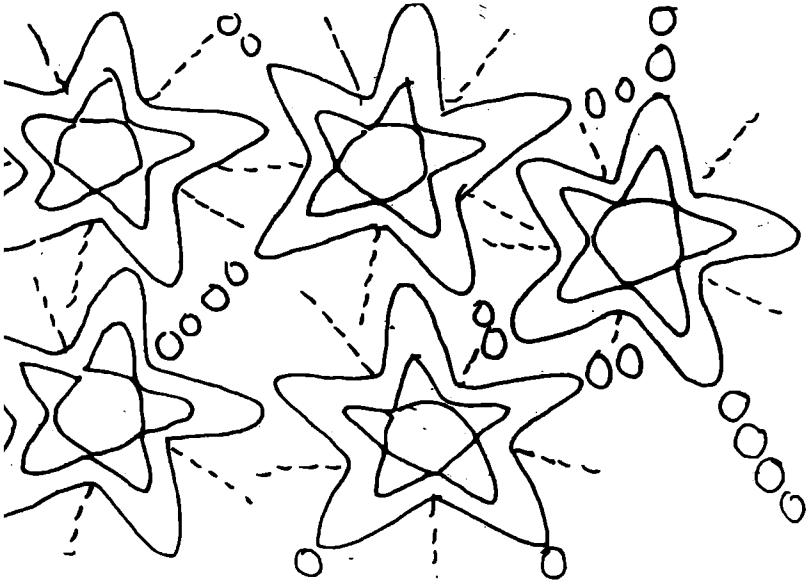

www.pathagar.com

বাছা বাছা সৈনিক নিলেন আমাদের মহানবী (স.)। নিজ হাতে বানালেন পতাকা। হযরত উসামা (রা.)-কে ডাকলেন। বললেনঃ ধরো। নাও এই পতাকা। নাও এইসব মুজাহিদ। দুষ্ট রোমকদের পরাজয় করা চাই তোমার।

গভীর শ্রদ্ধায়, গভীর ভক্তিতে পতাকা হাতে নিলেন হযরত উসামা (রা.)। চোখে মুখে কঠোর শপথের দীপ্তি। বিজয়ী সেনাপতির মতোই দেখাচ্ছে তাঁকে। মনে মনে শপথ নেন-জয়লাভ করতেই হবে। দুষ্ট রোমকদের পরাজিত করতে হবে। সত্যের জয়লাভ অবশ্যম্ভাবী।

www.pathagar.com

এই সত্যের জন্যেই তো পিতা হযরত যায়েদ (রা.) শহীদ হয়েছেন এই ঘৃণ্য রোমকদের হাতে। তাঁকে কিন্তু শহীদ হলে চলবে না। প্রিয় নবীর বানানো এই পতাকার বিজয় আনতে হবে। ছিনিয়ে আনতে হবে সত্য ও সুন্দরের বিজয়।

পতাকা হাতে হযরত উসামা (রা.) চলে গেলেন জর্ফে। সাথে নিলেন সুদক্ষ মুজাহিদ বাহিনী। তৈরি হতে লাগলেন অভিযানের জন্যে।

সবাই প্রস্তুত। এমন সময় খবর এলো রসূলুল্লাহ (স.) ইন্তিকাল করেছেন। হযরত আবূ বকর (রা.) খলীফা নির্বাচিত হয়েছেন। দেশের শাসনভার এখন তাঁর হাতে।

হযরত উসামা (রা.) মহা ভাবনায় পড়লেন।

কী করা যায় এখন? তিনি ফিরে এলেন মদীনায়।

মদীনায় ফিরে এসে দেখা করলেন খলীফার সাথে। জানতে চাইলেন খলীফার নির্দেশ।

রসূলুল্লাহ (সা.) নেই। খলীফা নতুন শাসক। নতুন পরিস্থিতি এখন। পলিসিও হয়তো নতুনভাবে হবে। সবকিছু হয়তো নতুনভাবে ঢেলে সাজাতে হবে।

কিন্তু খলীফা হযরত আবূ বকর (রা.) অবাক হলেন। বললেনঃ কিসের আবার নতুন নির্দেশ। কিসের আবার নতুন পলিসি?

রসূলুল্লাহ (সা.)-র নির্দেশের উপর আমি কি নির্দেশ দেবো? তাঁর নির্দেশ পাল্টাবার আমি কে? তাঁর নির্দেশই চূড়ান্ত নির্দেশ। তাঁর পলিসিই আমাদের পলিসি।

আর কোন নতুন নির্দেশ নেই। তোমার সেনাবাহিনী তৈরি করো। ফিরে যাও জর্ফে।

হযরত উসামা (রা.) ইতস্তত করেন। বলেন এখন সংকটকাল। চারদিকে শত্রু। মদীনা সুরক্ষিত নয়। বিধর্মীরা মাথাচাড়া দিয়েছে। অবিশ্বাসীরা সক্রিয় হয়েছে। ভন্ডনবীর আবির্ভাব হয়েছে। এখন কি কোথাও যাওয়া ঠিক হবে? এখন কি কোন যুদ্ধ ভাল হবে?

www.pathagar.com

খলীফা বললেনঃ ভাল হবে।

হযরত আবূ বকর (রা.) তবুও দৃঢ়, অবিচল। শত বিপদ আসুক তবুও যেতে হবে। এ নির্দেশ তো খলীফার নির্দেশ নয়, এ নির্দেশ আল্লাহর নবীর নির্দেশ। আবূ বকর তো সামান্য খলীফা-আবূ বকর কিভাবে সে নির্দেশের উপর নির্দেশ দেবে।

ঃ কিন্তু এদিকে যদি শত্রুরা মদীনা আক্রমণ করে? হযরত উসামা (রা.) বিনীতভাবে জিজ্ঞেস করেন।

ঃ ওরা আমাকে ধ্বংস করে ফেললেও তোমাকে যেতে হবে। এই বসতিপূর্ণ শহরে আমি সম্পূর্ণ অসহায় হয়ে পড়লেও তোমাকে যেতে হবে। তোমাকে যেতেই হবে।

খলীফার নির্দেশ বড় কড়া।

মন সায় দিচ্ছে না যুদ্ধে যেতে।

তবু হযরত উসামা (রা.) ফিরে গেলেন জর্ফে। বড় ভয় মদীনার জন্যে। এদিকে যদি মদীনা আক্রান্ত হয়। যদি লন্ডভন্ড হয়ে যায় মদীনা। যদি ফিরে এসে না পান খলীফাকে। তাহলে কী হবে-ভাবতেও গা শিউরে উঠে।

না, এভাবে খলীফাকে একা ফেলে যাওয়া যায় না। মদীনাকে অরক্ষিত ফেলে যাওয়া যায় না।

তিনি হযরত উমর (রা.)-কে ধরলেন। বোঝালেন সব। বললেনঃ আমার বড় ভয় হয়। আমরা চলে গেলে সুযোগ বুঝে দুশমনরা মদীনার দিকে ছুটে আসবে। খলীফাকে ঘিরে ধরবে। রসূলুল্লাহ্ (স.)-র ঘরে প্রবেশ করবে। মুসলমানদের উপর অত্যাচার করবে। ওদের হত্যা করবে নির্বিচারে।

আপনি দয়া করে খলীফাকে একটু বুঝিয়ে বলুন- তাঁর অনুমতি পেলে আমি মদীনায় ফিরে আসতে পারি। মদীনা রক্ষার কাজে নিজেকে লাগাতে পারি।

এদিকে আনসাররাও মহা দুর্ভাবনায়। তাঁরা ভাবছেন- হযরত উসামা (রা.) নিতান্ত কিশোর। যুদ্ধ পরিচালনার জন্যে আরো অভিজ্ঞ

www.pathagar.com

লোকের দরকার। আরো বয়স্ক লোক হলে ভালো হতো। তাঁরাও ধরলেন হযরত উমর (রা.)-কে।

হযরত উমর (রা.) হযরত উসামা (রা.)-র কথা বললেন খলীফাকে। আনসারদের কথাও বললেন।

খলীফা এবার ভীষণ বিরক্ত হলেন। হযরত উমরা (রা.)-কে ধমক দিয়ে বললেন, আপনার মৃত্যু হোক।

হযরত উমর (রা.) ধমক খেয়ে ভীষণ ভয় পেয়ে গেলেন। মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে থাকলেন তিনি।

খলীফা আরো বিরক্ত হলেনঃ বললেন, আমি এক্ষুনি যাচ্ছি জর্ফে। নিজেই সাজিয়ে দেবো উসামার সেনাবাহিনী। ওরা যাত্রা শুরু করলেই আমি মদীনা ফিরবো।

হযরত উমর (রা.) তবুও নীরবে দাঁড়িয়ে থাকলেন। তাঁর মনে হলো খলীফা আরো কিছু বলবেন।

খলীফা আবার শুরু করলেন- উসামাকে রসূলুল্লাহ (স.)-ই সেনাপতি নিযুক্ত করেছেন- আমি কি করে ওকে সরাই। রসূলুল্লাহ (স.) নিজের হাতে পতাকা বানিয়ে উসামাকে দিয়েছেন- আমি কি করে সে পতাকা গুটিয়ে ফেলি। না, আমি তা কখনো পারবো না। কখ্খনো না। সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে গেলেও না। বলতে বলতে হযরত আবূ বকর (রা.) আবেগে কেঁদে ফেলেন।

খলীফার কথা শেষ হলে হযরত উমর (রা.) জর্ফে চলে গেলেন। হযরত উসামা (রা.) আর আনসারদের জানালেন হযরত আবূ বকর (রা.)-এর কথা। জানালেন, তিনি একচুলও নড়বেন না।

হযরত উমর (রা.)-এর কথা শুনে সবাই হতাশ হয়ে পড়লো। অজানা বিপদের ভয়ে সবাই শংকিত হয়ে উঠলো।

এদিকে হযরত আবূ বকর (রা.)ও দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়লেন। তাঁর আশংকা হতে লাগলো-উসামা যদি না যায়? আনসাররাও তাকে পাঠাতে চাচ্ছেন না। কিছু কিছু সাহাবীও নারাজ উসামাকে পাঠাতে।

তিনি ভাবলেন-না, আর সময় নষ্ট করা যায় না।

www.pathagar.com

খলীফা জর্ফে চলে গেলেন। হযরত উসামা (রা.)-কে ডেকে বললেন- রসূলুল্লাহ্ (স.) কোন নির্দেশের হেরফের হবে না। উসামা, আর দেরী নয়। তোমার সেনাবাহিনী তৈরি করো। রওয়ানা হও মহান আল্লাহ্র নামে।

আর কি করা যায়। কোন কথাই তো খলীফা মানছেন না। অগত্যা হযরত উসামা (রা.) তৈরি হলেন।

বিদায়ের মুহূর্তে দাঁড়িয়ে আছে সুসজ্জিত সেনাবাহিনী। সবার আগে ঘোড়ায় বসে আছেন পতাকা হাতে সেনাপতি হযরত উসামা (রা.)। খলীফার হুকুম পেলেই যাত্রা শুরু হবে।

খলীফা দাঁড়িয়ে আছেন নীচে। খলীফার সামনে উসামা (রা.) ঘোড়ার উপর। বিব্রত বোধ করছেন হযরত উসামা (রা.)। কি করবেন তিনি। আমতা আমতা করে একসময় বলেই ফেললেনঃ দয়া করে আপনি ঘোড়ায় চড়ুন।

ঃ না, দৃঢ় কণ্ঠে খলীফা বললেন।

ঃ তাহলে আমাকে ঘোড়া থেকে নামতে আদেশ দিন। আমাকে আর বেয়াদবী করতে দেবেন না।

হযরত উসামা (রা.)-র কথা শুনে এবার খলীফা হেসে ফেলেন। বললেনঃ আমিও ঘোড়ায় চড়বো না-তুমিও নামবে না। আল্লাহ্র রাস্তায় আমার পা ধূলি-মলিন হলে, কি কোন ক্ষতি হবে? তুমি এতে বাধা দেবে কেন?

হযরত উসামা (রা.) আর কথা খুঁজে পান না। তুবও মন উস্খুস করে। খলীফার হুকুমের জন্যে অপেক্ষা করতে থাকেন।

খলীফা হযরত উসামা (রা.)-র কাছে গেলেন। বললেনঃ উসামা, তুমি তো সেনাপতি; তুমি যদি অনুমতি দাও, তবে উমরকে আমার কাছে রাখতে চাই। চতুর্দিকে বিপদের ঘনঘটা। কোন্ সময় কী হয় বলা যায় না।

এতক্ষণে হযরত উসামা (রা.) যেন খলীফার প্রথম হুকুম পেলেন। খুশিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠলো তাঁর মুখ। সাথে সাথেই দিয়ে দিলেন হযরত উমর (রা.)-কে।

www.pathagar.com

হযরত উমর (রা.)-কে পেয়ে হযরত আবূ বকর (রা.)-এর মনে পুরো সাহস ফিরে এলো। এবার তিনি হযরত উসামা (রা.)-কে যাত্রা শুরু করতে বললেন।

যাত্রা শুরু করতেই ইশারায় থামতে বললেন ওদের।

সবাই থামলেন।

ওরা থামলে হযরত আবূ বকর (রা.) বললেন- আপনাদের কিছু কথা স্মরণ করিয়ে দিতে থামালাম।

মনে রাখবেন, আপনারা জিহাদে যাচ্ছেন। জিহাদের সময় জয়-পরাজয় দুটোই হতে পারে। দুটোতেই সংযত থাকবেন। মনে রাখবেন আপনারা কোন ভূমি দখল বা কাউকে দাসত্বের শৃংখলে আবদ্ধ করতে যাচ্ছেন না। আপনারা যাচ্ছেন আল্লাহ্‌র দীনকে প্রতিষ্ঠা করতে। আপনারা যাচ্ছেন মানব জাতির জন্যে কল্যাণ প্রতিষ্ঠা করতে।

সবাই নীরবে দাঁড়িয়ে আছেন।

হযরত আবূ বকর (রা.) একটু থেমে আবার বলতে শুরু করলেন- সুতরাং বুঝতেই পারছেন জিহাদের ময়দানে মুসলমানের ভূমিকা কি। তবুও আমি আপনাদের কাছে কিছু অনুরোধ রাখতে চাই-

আপনার জিহাদের সময়-

১. আত্মসাৎ করবেন না। লুটতরাজ করবেন না।

২. ভাওতা দেবেন না।

৩. কারো জিহ্বা কাটবেন না।

৪. নারী হত্যা করবেন না, শিশু হত্যা করবেন না, দুর্বল বৃদ্ধদের হত্যা করবেন না।

৫. অহেতুক কোন পশু হত্যা করবেন না।

৬. বাড়ি ঘরে আগুন দেবেন না।

৭. ফসলের ক্ষেত নষ্ট করবেন না, ফলবান বৃক্ষের ক্ষতি করবেন না।

৮. গীর্জা ও মঠ নষ্ট করবেন না।

৯. উপাসনারত কাউকে বাধা দিয়ে উপাসনায় ব্যাঘাত করবেন না।

www.pathagar.com

১০. আর বিজয়ের পর উপহার সাবধানে গ্রহণ করবেন এবং চিত্রাংকিত পাত্রে দেয়া খাবার সাবধানে খাবেন।

আমি আশা করি আপনারা আমার এ অনুরোধগুলো মনে রাখবেন। আপনারা দুনিয়ায় সম্মানিত জাতি। কোন অন্যায় কাজ আপনাদের সাজে না। ইনশা আল্লাহ্ আপনারা বিজয়ী হবেন। প্রিয় নবীর হাতে বানানো পতাকার বিজয় হবেই। খোদা হাফেজ।

কথা বলতে বলতে খলীফার দু'চোখ অশ্রুসিক্ত হয়ে আসে। কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে কণ্ঠ। চোখে ভেসে ওঠে যুদ্ধের করুণ চিত্র।

এদিকে খলীফার হুকুম পেয়ে হযরত উসামা (রা.) তাঁর বাহিনী নিয়ে সিরিয়ার উবনার দিকে এগিয়ে চলছেন। তাঁরা যতো এগুচ্ছেন ততো বাড়ছে উদ্যম। বাড়ছে জিহাদের প্রাণবন্ত আত্মত্যাগের উৎসাহ।

ওয়াদিল কোরা পৌছলে হযরত উসামা (রা.) ভাবলেন- এখন আর অগ্রসর হওয়া ঠিক হবে না। আগে খবর নিতে হবে শত্রুদের। জানতে হবে ওরা কি অবস্থায় আছে। ওদের সমর শক্তি কেমন ? সৈন্য সংখ্যা কতো?

হযরত উসামা (রা.) সেখানেই তাবু ফেললেন। সবাইকে ডেকে পরামর্শ করলেন। তারপর একজন বুদ্ধিমান ব্যক্তিকে বেছে পাঠালেন শত্রুদের খবর নিতে।

লোকটি ফিরে এসে খবর দিলেন-'দুশমনরা একেবারে এলোমেলোভাবে ছড়িয়ে আছে। ওদের সৈন্য সংখ্যা অনেক বেশি। অস্ত্রশস্ত্রও প্রচুর। তবে যুদ্ধের জন্যে যে প্রস্তুতি তা তাদের কারো মধ্যে নেই। আমার মনে হয় আর দেরি না করে এখনই হামলা চালানো উচিত। দেরি করলে হয়তো ওরা সংঘবদ্ধ হয়ে যাবে। তখন ওদের সাথে পেরে ওঠা সম্ভব হবে না।

হযরত উসামা (রা.) আর দেরি করলেন না। মনে মনে আল্লাহর নাম নিয়ে এগিয়ে গেলেন সামনের দিকে।

ঝড়ের বেগে মুখোমুখি হলেন দুশমনের। তুমুল যুদ্ধ লেগে গেলো। দুশমনরা বুঝতেই পারলো না হঠাৎ কিভাবে মুসলমানরা এ রকম শক্তিশালী হয়ে উঠলো। ভয়ে আতংকে যে যেদিকে পারলো ছুটে

www.pathagar.com

পালালো। আর যারা যুদ্ধ করলো তারা শুধু প্রাণটা হারালো।

শত্রুরা পরাজিত হলে সেখানে ইসলামের বিজয় পতাকা উড়ানো হলো। হযরত উসামা (রা.) এই বিজয়ে আল্লাহর কাছে প্রাণভরে শুকরিয়া জানলেন।

আর এ বিজয়ের ফলে মুসলমানদের মধ্যে সাহস বেড়ে গেলো দ্বিগুণ। চারদিকে মুসলমানদের সম্মানও বেড়ে গেলো।

এদিকে শত্রুরা ভাবলো এরকম দুর্দিনে মুসলমানরা এতটুকুও শক্তিহীন হয়ে পড়ে নি বরং তাদের শক্তি আরো অনেক বেড়ে গেছে। রসূলুল্লাহ্ না থাকলে কি হবে। মুসলমানরা তাঁর আর্দশ থেকে এতটুকুও সরে যান নি।

ওরা একেবারে অবাক হয়ে গেলো। ভাবলো- না, মুসলমানদের আর ঘাঁটানো ঠিক হবে না।

রসূলুল্লাহ্ (স.)-র ওফাতের পর রোম সম্রাট হিরোক্লিয়াস মনে মনে ফন্দি আঁটছিল-এখন তো মুসলমানদের নেতা নেই। এ সময় ওরা সবাই শোকাহত। অরক্ষিত মুসলমানদের সেনাবাহিনী। কারো মনে যুদ্ধের প্রেরণা নেই- তাই এসময় হামলা চালিয়ে সমস্ত মুসলিম বাহিনীকে ধ্বংস করে দেয়া যাবে।

হিরাক্লিয়াস ফন্দি আঁটাছিলো। আর শক্তি সঞ্চয় করছিলো- ঠিক সেই সময় এলো মুসলমানদের এই অপূর্ব বিজয়। আর এ বিজয়াভিযানে মুসলমানদের ক্ষয়ক্ষতিও হয়েছিল খুবই সামান্য।

হিরাক্লিয়াস গোপন সূত্রে সমস্ত খবর নিলো। খবর নিয়ে ভয়ে একবারে চুপসে গেলো। তার হৃদয় থেকে উবে গেলো সমস্ত দুরভিসন্ধি।

হযরত আবূ বকর (রা.) সেদিন সে সংকটের মুহূর্তে দৃঢ় পদক্ষেপ নেয়াতে মুসলমানরা এক অনিবার্য ধ্বংসের হাত থেকেই রেহাই পেলো। তারপর থেকে নতুন উদ্যমে মুসলমানরা এগিয়ে চললো সত্য ও ন্যায়কে প্রতিষ্ঠিত করতে। জিহাদ করে চলছে আল্লাহর দীনকে কায়েম করতে।

এ অগ্রযাত্রা আজও চলছে।

www.pathagar.com

দীর্ঘ সংগ্রামের পর এলো নতুন দিন। হাজার হাজার জীবনের বিনিময়ে এলো আনন্দের দিন। মানুষের বুকে এবার হাসি ফুটবে। সুখে-শান্তিতে থাকবে সবাই। কোন দুঃখ থাকবে না কারো। মাঠে মাঠে ফলবে ফসল। গড়ে উঠবে কল-কারখানা। তৈরি হবে নতুন নতুন শহর-বন্দর। তৈরি হবে রাস্তা-ঘাট। তৈরি হবে বাড়ি-ঘর। বাড়বে ব্যবসা-বাণিজ্য। বাড়বে ধন-সম্পদ। অভাব থাকবে না। অশিক্ষা থাকবে না। কুশিক্ষা থাকবে না। থাকবে না চুরি-ডাকাতি। থাকবে না খুন-খারাবি। থাকবে না জোর-জুলুম। থাকবে না অন্যায়-অবিচার।

মানুষ তো এ সবের জন্যেই চায় স্বাধীনতা। এ সবের জন্যেই তো মানুষ যুদ্ধ করে। জীবন দেয়। প্রতিষ্ঠা করে নতুন দেশ। শুরু করে নতুন জীবন। মুক্ত-স্বাধীন জীবন। সুন্দর-সুখি জীবন।

www.pathagar.com

চৌদ্দশ' বছর আগে এ রকম একটি সুন্দর-সুখি ও নতুন দেশ গড়েছিলেন আমাদের মহানবী (স.)। এনেছিলেন মানুষের জন্যে স্বাধীনতা। এনেছিলেন সুখ-শান্তি। প্রতিষ্ঠা করেছিলেন সকলের জন্যে সমান অধিকার।

এই নতুন দেশের প্রতিটি মানুষ ছিলো এক-একটি সোনার টুকরো মানুষ। প্রতিটি মানুষের মনে ছিলো আশার আলো। প্রতিটি মানুষের উদ্দেশ্য একটিই- গড়ে তুলতে হবে এ দেশকে। করতে হবে সমৃদ্ধ। আনতে হবে সুখ-শান্তি। এখানে থাকবে না ফকির-মিসকিন। এখানে থাকবে না দীন-দরিদ্র। এখানে থাকবে না দুঃখ-শোক। এখানে সকলেই হবে সমান সুখী। এখানে থাকবে সকলের সমান অধিকার।

তাই সবাই খাটছে। ছেলে, যুবক, বুড়ো-সবাই। সবাই পরিশ্রম করছে এই নতুন দেশের জন্যে। সাথে সাথে সরকারও এগিয়ে আসে। গড়ে তুলে বায়তুল মাল-সরকারী ধনভান্ডার। আমাদের প্রিয় নবী (স.)-র পর এই নতুন দেশের খলীফা হলেন হযরত আবূ বকর (রা.)। নতুন দেশের প্রথম খলীফা। মুসলিম বিশ্বের প্রথম খলীফা।

খলীফা হওয়ার পর পর তিনি রসূলুল্লাহ (স.)-র প্রতিষ্ঠিত এই নতুন দেশকে আরো সুন্দররূপে গড়ে তোলার কাজে মন দিলেন।

এ নতুন দেশের সৈন্যরা বেতন নেন না। সরকারী কর্মচারী বেতন নেন না। সবাই শুধু নিজের শ্রমে চলেন। নিজের কাজের আয়ে সংসার চালান।

এদিকে গনিমতের সম্পদ আর জিজিয়ায় ভরে ওঠে বায়তুল মাল। ভূমির করও যোগ হয় তাতে। যাকাতের টাকাও আসে। আসে দেশ-বিদেশের উপহার।

মানুষের দুঃখ নেই, দারিদ্র নেই। সবাই সুখী।

কে নেবে এ সম্পদ?

খলীফা ভাবলেন-গনিমতের সামগ্রী তো সৈন্যদের পাওয়া সম্পদ। এ সম্পদের পাঁচ ভাগের চার ভাগ সৈন্যদেরকেই দিলেন তিনি।

www.pathagar.com

একভাগ রাখলেন বায়তুল মালে।

সেই এক ভাগকে আবার করলেন তিন ভাগ। তিন ভাগের এক ভাগ দিলেন জাতীয় কল্যাণমূলক কাজে। এক ভাগ দিলেন রসূলুল্লাহ্ (স.)-র পরিবার-পরিজনকে। বাকি এক ভাগ দিলেন এতীম ও গরীব-মিসকিনকে।

এ ভাবেই চলতে লাগলো সবকিছু। সকলের ঘরে ঘরে ফিরে এলো সুখ শান্তি। সবাই চলতে লাগলো সুখে-স্বাচ্ছন্দ্যে।

আরো কিছু দিন গেলো।

একদিন খলীফা খবর নিলেন বায়তুল মালের। দেখলেন বায়তুল মাল ভরে উঠছে। দেশের সমস্ত খরচ মিটিয়েও থেকে যাচ্ছে প্রচুর ধন সম্পদ।

কিন্তু সম্পদ তো জমিয়ে রাখা যায় না। এতে তো রয়েছে সকল মানুষের অধিকার।

খলীফা ঠিক করলেন, জমে ওঠা অতিরিক্ত সমস্ত সম্পদ বন্টন করে দেবেন সকল নাগরিকের মধ্যে। এমনকি একটি গোলামও বাদ যাবে না। সবাই পাবে।

আদম শুমারী হলো। সবার নামের তালিকা নিলেন তিনি। ছেলে-বুড়ো কেউ বাদ গেলো না।

তারপর হিসেব করলেন বায়তুল মালের সকল সম্পদের। ভাগ হলো মাথা পিছু সকল স্তরের মানুষের জন্যে দশ দিরহাম করে। কেউ বাদ গেলো না।

পরের বছর লোক বাড়লো। সম্পদও বাড়লো সাথে সাথে।

আবার হিসেব হলো সম্পদের। আবারও আদম শুমারী হলো। দেখা গেলো, এ বছর পড়ছে বিশ দিরহাম করে।

দশ থেকে বিশ! সবাই খুশি। সবাই শুকরিয়া জানায় আল্লাহ্র দরবারে।

কিন্তু কেউ কেউ ভাবলেন, সবাই সমান পাবে এ কেমন কথা!

সবার অবদান কি এক?

এই নতুন দেশ প্রতিষ্ঠা করতে কেউ হয়েছেন সর্বশান্ত, কেউ হয়েছেন

www.pathagar.com

পিতৃহারা, কেউ পুত্রহারা, কেউ স্বামীহারা। কেউ হারিয়েছেন বাড়ি-ঘর। কেউ হয়েছেন জীবনের মতো পঙ্গু।

কেউ এর শুরু থেকেই সংগ্রাম করে আসছেন। কেউ করেছেন মাঝখান থেকে। কেউ করছে শেষ ভাগে। আবার কেউ একদমও করে নি।

কারো আছে অগাধ প্রতিভা। কারো একদম নেই। কেউ কাজ করছেন প্রচুর। কেউ একদম অকর্মণ্য। কেউ মনিব। কেউ গোলাম। মনিব আর গোলাম তো এক হতে পারে না।

তারা খলীফাকে বললেন এ সব কথা।

বললেনঃ আমাদের মধ্যে অনেকেই আছেন যারা ইসলামের জন্যে সব কিছু বিসর্জন দিয়েছেন-এগিয়ে দিয়েছেন আল্লাহর দীনকে তাঁদের ত্যাগ তিতিক্ষায়। তাঁরা আল্লাহ্‌র কাছে অতীব সম্মানিত। তাদের সাথে যদি আপনি সাধারণ মানুষকেও এক পাল্লায় বিবেচনা করেন তাহলে কি ভুল হবে না? সাধারণ মানুষও যদি তাঁদের সমান ভাতা পায় তাহলে কি তাঁদের অপমান হয় না?

খলীফা মৃদু হাসলেন তাঁদের কথা শুনে।

বললেনঃ তাঁরা তো সম্মানিত বটেই। তাঁদের অবদানকে আমিও শ্রদ্ধা করি। আল্লাহ্‌র কাছেই তো তাঁদের কাজের পুরস্কার। তাদের পুরস্কার তো আল্লাহ্‌ই দেবেন।

কিন্তু আমার কাছে যারা আসে, তারা সবাই মানুষ। সবাই এ দেশের নাগরিক। তাদের সকলের বাঁচার অধিকার তো সমান। চাহিদাও সবার সমানই। পেটের ক্ষুধাও সবার একই রকম। কেউ বেশি পেয়ে পেট ভরে খাবে আর কেউ কম পেয়ে উপোস থাকবে, তা কি করে হয়?

আমি খলীফা। মানুষের সেবক। আমাকে সবাই সেবক নির্বাচিত করেছেন। আমার সেবাও সবাই সমানভাবে পাবেন। কারো গুণাগুণ দেখে ভাতা নির্ধারণ আমার কাজ নয়।

খলীফার কথা শুনে তাঁদের চোখ খুলে গেল। ভুল ভাঙলো। খুশি হয়ে সবাই ফিরে গেলেন নিজ নিজ ঘরে।

www.pathagar.com

হারজিত

থুত্থুরে বুড়ি। বয়স কত হবে? আশি-নব্বই। হয়তো আরো বেশি। লাঠিতে ভর দিয়ে কোন মতে হাঁটে।

ছেলে নেই।

মেয়েও নেই।

নাতী-নাতনী তো দূরের কথা। এ দুনিয়াতে বুড়ির কেউই নেই। বড় একা সেই থুত্থুরে বুড়ি।

বুড়ির বড় দুঃখ। কে খোঁজ নেয় এ বুড়ির। কে খাওয়ায়-পরায়? কে করে তার সেবা-যত্ন?

শহরের এক কোণায় তার ছোট্ট কুঁড়ে ঘর। শহরের লোক থাকে

www.pathagar.com

বড় ব্যস্ত। পাশের ঘরের লোকের খবর জানে না তারা। তারা জানে না পাশের ঘরের লোকটির বাড়ি কোথায়- কোথায় তার চাকরি-বাকরি? কিংবা কোথায় তার ব্যবসা-বাণিজ্য? জানে না কেমন আছে পাশের ঘরের লোকটি?

- এমন এক বিচিত্র ধরণের শহুরে জীবন।

এ বুড়িরও তেমন এক জীবন। পাড়া-প্রতিবেশীরা কেউই খবর রাখে না তার। সবাই নিজেকে নিয়েই ব্যস্ত।

বুড়ি খুব সকালে ঘুম থেকে উঠে। হাত মুখ ধোয়। ঘরের কোণা থেকে লাঠিটা খুঁজে নেয়। তারপর আস্তে আস্তে বের হয়।

বয়সের ভারে নুইয়ে পড়েছে বুড়ির শরীর। সোজা হয়ে হাঁটতে পারে না। তবুও হাঁটতে হয়। কিছু তো খেতে হবে তাকে।

লাঠিতে ভর দিয়ে ঠক ঠক করে হাঁটে বুড়ি। রাস্তায় রাস্তায় হাটে। দোকানে দোকানে ঘোরে। দুয়ারে দুয়ারে ভিক্ষা করে। কেউ দেয়। কেউ দেয় না। কেউ কেউ দুর দুর করে তাড়িয়ে দেয়। কেউ আরো দুর্ব্যবহার করে- বলে, মরতে পারিস না পোড়ামুখী বুড়ি। কেউ লাঠি কেড়ে নিয়ে তামাশা করে। অযথ কষ্ট দেয় বুড়িকে।

তবুও বুড়িকে হাত পাততে হয়।

কী করবে সে? চোখে দেখে না ভালো করে। কাজ করার এতটুকু শক্তি নেই তার। ভিক্ষে ছাড়া কি করবে সে। ভিক্ষে না করলে খাবে কি?

বুড়ি তাই সবার কাছে হাত পাতে। সবার দুয়ারে দুয়ারে যায়। ভালো পোশাকের লোক দেখলে পাশে গিয়ে দাঁড়ায়-বলে, বাবা বুড়ো মানুষ। কাজ-কাম করতে পারি না। কিছু খাবার দাও।

এভাবে ভিক্ষা করতে করতে একদিন দেখা হয়ে গেলো খলীফা হযরত আবূ বকর (রা.)-এর সাথে।

খলীফাকে দেখে বুড়ী খুব খুশি হলো। ভাবলো আজ হয়তো বেশি কিছু জুটবে । ঠকঠক করে লাঠিতে ভর দিয়ে খলীফার সামনে গিয়ে দাঁড়ালো। বললোঃ বাবা, অসহায় বুড়ীকে সাহায্য করো। কাজ-কাম করতে পারি না। বড় অসহায় বাবা।

www.pathagar.com

বুড়িকে দেখে বড় মায়া হলো হযরত আবূ বকর (রা.)-এর। জিগগেস করলেনঃ আপনি কোথায় থাকেন মা?

ঃ ঐ, ঐ দিকে। হাত ঘুরিয়ে দেখায় বুড়ি।

ঃ আমাকে নেবেন আপনার ঘরে?

অবাক হয় বুড়ি। ভাবে, ঘরে নিয়ে কি লাভ হবে? ঘরে গিয়ে কি করবে লোকটি? কিছুই তো নেই ঘরে।

খলীফা বুঝতে পারেন বুড়ির মনের কথা। বলেন, এমনি দেখে আসবো। যদি কোন কাজে লাগে?

ঃ কী কাজে লাগবে? কিছু তো নেই বাবা।

ঃ ঘরে আর কে আছে? খলীফা জিগগেস করেন।

ঃ না, বাবা, এ হতভাগী বুড়ির ত্রিকূলে কেউ নেই। আমি বড় অসহায় বাবা। বলতে বলতে বুড়ি হাউ মাউ করে কেঁদে ফেলে।

বুড়িকে কাঁদতে দেখে খলীফারও কান্না এসে যায়। কোন মতে নিজেকে সামলে নেন। আড়াল করে চোখ মুছে নেন। তারপর বলেনঃ কাঁদবেন না মা। কাঁদবেন না। কে বলছে আপনি অসহায়। কে বলছে আপনার কেউ নেই। এই তো আমি আছি। আমিই তো আপনার ছেলের মতোন। আমিই আপনাকে সব দেবো। আপনাকে আর ভিক্ষে করতে হবে না। চলুন আপনার ঘরটা দেখিয়ে দিন।

বুড়ি আরো অবাক হয়। ভাবে এ কোন মানুষ আবার। সন্তানের মতো ভক্তি-শ্রদ্ধা করছে। বারবার মা ডাকছে- কিছুই বুঝতে পারে না বুড়ি। ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে হযরত আবূ বক্কর (রা.)-এর দিকে।

ঃ চলুন মা। একটু দেখিয়ে দিন আপনার ঘরটা। আপনাকে আর ভিক্ষে করতে হবে না। আমিই সব কিছু আপনার ঘরে পৌঁছিয়ে দেবো।

বুড়ি খুব খুশি হয়। মনে মনে দোয়া করে খলীফার জন্যে। বলেঃ চলো বাবা।

বুড়ির পিছু পিছু গিয়ে হযরত আবূ বকর (রা.) বুড়ির বাড়িটা চিনে আসেন।

www.pathagar.com

এরপর থেকে প্রতিদিন বুড়িকে দেখে আসেন। খাবার-দাবার দিয়ে আসেন। দিয়ে আসেন কাপড়-চোপড়। বুড়ির ঘরে সুদিন ফিরে আসে।

এদিকে হযরত উমর (রা.)ও মদীনার গরীব-দুঃখীর খোঁজ নিতে নিতে সেই বুড়ির খবর জানতে পারেন।

বুড়ির ঘরটা তিনিও চিনে আসেন গোপনে। একদিন তিনি কিছু খাবার নিয়ে বুড়ির ঘরে গেলেন।

বুড়ির ঘরের দরজায় টোকা দিলেন। বুড়ি খেয়ে দেয়ে শুতে যাচ্ছিলো তখন। দরজায় টোকা শুনে দরজা খুলে দিল।

হযরত উমর (রা.) বুড়ির দিকে এগিয়ে ধরলেন তাঁর হাতের খাবারের পোটলা।

ঃ এগুলো কি ? প্রশ্ন করলো বুড়ি।

ঃ আপনার জন্য কিছু খাবার এনেছি মা।

ঃ এক্ষুণিই তো খেলাম বাবা।

ঃ তাহলে এগুলো রেখে দিন। সকালে খাবেন।

ঃ না বাবা, সকালের খাবারও দিয়ে গেছে।

ঃ কে দিয়ে গেছে?

ঃ এই তো কিছুক্ষণ আগে একজন দিয়ে গেলো।

হযরত উমর (রা.) ফিরে গেলেন।

পরের দিন আবার গেলেন। বুড়িকে খাবার দিলেন।

এবারও বুড়ি বললোঃ এইতো এক্ষুণি খেলাম।

অবাক হলেন হযরত উমর (রা.)।

কে খাওয়ায় এই বুড়িকে ?

ঃ জিগগেস করলেন- কে খাওয়ালো?

ঃ চিনি না তো বাবা।

ঃ কী রকম লোকটা?

ঃ কী করে বলবো। ভালো করে চোখেও দেখি না।

হতাশ হয়ে ফিরে যান হযরত উমর (রা.)। যেতে যেতে ভাবেনঃ

www.pathagar.com

কে এই লোকটা। দেখতে হবে তাঁকে। কে এমন দয়ালু লোক প্রতিদিন হারিয়ে দেন তাঁকে।

পরের দিন হযরত উমর (রা.) আগে-ভাগেই বুড়ির বাড়ির কাছে চলে আসেন। বাড়ির কাছে একটু আড়ালে লুকিয়ে থাকেন তিনি।

একটু পরেই দেখতে পেলেন- একটি লোক দ্রুত হেঁটে আসছেন বুড়ির বাড়ির দিকে।

কাছে এলেই দেখে অবাক হয়ে যান হযরত উমর (রা.)।

ঃ আরে এ যে খলীফা! এ যে হযরত আবূ বকর (রা.)!

ঃ খুশিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠে হযরত উমর (রা.)-এর মুখ।

আর মনে মনে ভাবেন এরকম লোকের কাছে হাজার বার হেরে যেতেও রাজি আমি।

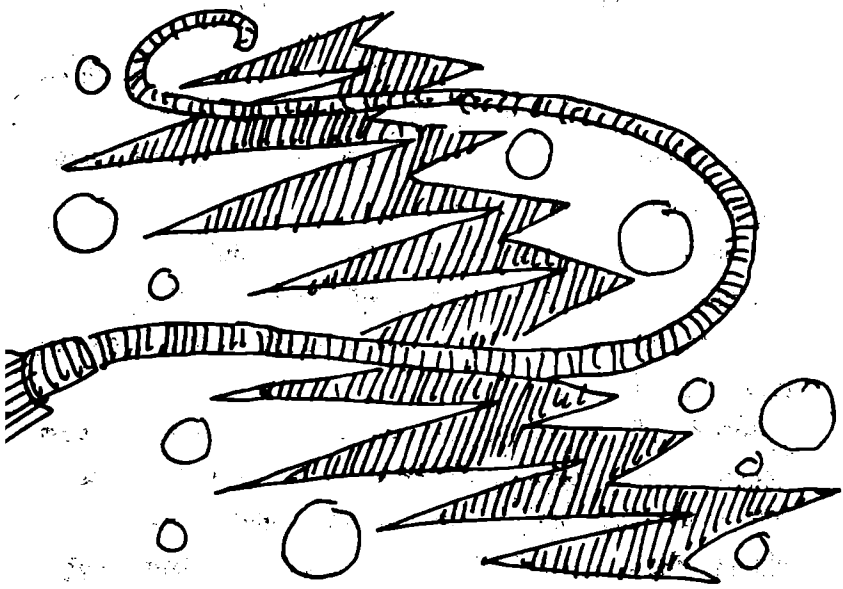

www.pathagar.com

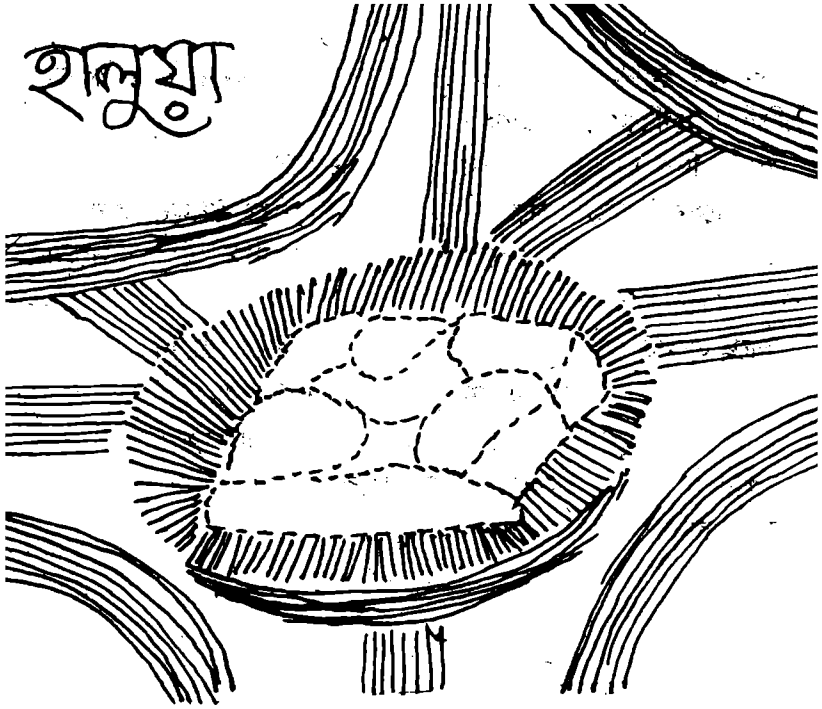

ছেলে-মেয়েরা একটু ভাল খাবার পেতে চায়। চায় একটু মিষ্টি খেতে। চায় একটু হালুয়া খেতে। সাধারণ ছেলেপুলেরাও কতো ভালো খায়দায়।

আম্মার কাছে আবদার করে; আম্মা একটু হালুয়া বানাও না। কতো দিন যে হালুয়া খাইনি।

আম্মা চুপ করে থাকেন। আবার আবদার ধরে ওরা।

আম্মারও কি কম ইচ্ছে- ছেলেপুলেকে একটু ভালো খাওয়াবে। নিজ হাতে বানিয়ে একটু মিষ্টি খাওয়াবে। হালুয়া বানাবে। কিন্তু সে ইচ্ছে গুড়ে বালি।

খলীফার বাড়িতে সব আরাম-আয়েশ নিষিদ্ধ। বাঁচার জন্যে যতটুকু প্রয়োজন ঠিক ততটুকুই খাবার বরাদ্দ হয় খলীফার ঘরে। ইজ্জত-আব্রু ঢাকার জন্যে যতটুকু কাপড় দরকার ততটুকুই পান খলীফার পরিবার পরিজন। শোবার জন্যে যতটুকু বিছানাপত্র দরকার ততটুকুই শুধু পাবে। তার একটুও বেশি না। এ রকম কড়া নির্দেশ ইসলামের প্রথম খলীফা হযরত আবু বকর (রা.)-এর।

www.pathagar.com

খুব সাধারণ জীবন-যাত্রা খলীফার। বাহুল্য কিছুই থাকে না তাঁর ঘরে। অতিরিক্ত সবই পাঠিয়ে দেন বায়তুল মালে। প্রয়োজনের অতিরিক্ত সম্পদ তো রাষ্ট্রের- অতিরিক্ত সম্পদের মালিক তো দেশের মানুষ সকলেই। অতিরিক্ত সম্পদের হকদার তো অভাবী ফকির-মিসকিন।

বায়তুল মাল থেকে মাসে মাসে সবাই আটা পায়, ময়দা পায়, খেজুর পায়, চিনি পায়, মধু পায়। কাপড়-চোপড়ও পায়।

কিন্তু ছেলে-মেয়েরা যে একটু হালুয়া খেতে চায়। রোজ রোজ আবদার ধরে-আম্মা, আজ হালুয়া খাবো। একটু হালুয়া বানাও না আম্মা।

বললেই তো আর হালুয়া বানানো যায় না। হালুয়ার জন্যে ময়দা লাগে। চিনি লাগে। ঘি লাগে। এসব আসবে কোত্থেকে। ঘরে তো কিছুই নেই এসবের। কি দিয়ে হালুয়া বানাবেন তিনি। ছেলে মেয়েদের ভুলিয়ে ভালিয়ে রাখেন কোন রকমে।

কিন্তু মায়ের মন তো। ছেলেমেয়েদের এই আবদার মন থেকে ফেলতে পারেন না তিনি।

সুযোগ বুঝে একদিন খলীফাকে কথাটা বললেন স্ত্রী হাবীবা।

খলীফা বললেন- কোথায় পাবো চিনি?

ঃ কেন? আপনি না খলীফা ? একটু চিনিও যোগাড় করতে পারেন না? অভিমানের সুরে বলেন খলীফার স্ত্রী।

ঃ কোত্থেকে যোগাড় করবো? চিন্তিত মনে জবাব দেন খলীফা।

ঃ কিনে নিন।

ঃ টাকা দেবে কে?

ঃ তাহলে বায়তুল মাল থেকে নিন।

ঃ না, না, তা কি করে হয়- খলীফা যেন ভয়ে শিউরে উঠেন।

ঃ আপনি বললেই তো ওরা কিছু চিনি দিয়ে যাবে। বেশি তো চাচ্ছি না আমি। সামান্য চিনি হলেই চলবে।

ঃ না, তা হয় না। আমার বরাদ্দের বাইরে কিভাবে নেবো আমি?

www.pathagar.com

ঃ একটু নিলে তেমন কি আর হবে। ছেলে-মেয়েরা যে একটু হালুয়া খেতে চায়।

ঃ অসম্ভব। খলীফার দৃঢ় কণ্ঠ। অসম্ভব। ওসব জনগণের সম্পদ। জনগণের সম্পদ আত্মসাৎ করবে খলীফা? না, তা হয় না। অসম্ভব। সম্পূর্ণ অসম্ভব। খলীফা কখনো আইন ভঙ্গ করতে পারে না।

খলীফার জবাব শুনে স্ত্রী হাবীবা আর কথা বাড়ালেন না।

কিন্তু ছেলে-মেয়েদের কথাও ভুললেন না তিনি। না খেয়ে খেয়ে প্রতিদিন কিছু কিছু চিনি বাঁচাতে লাগলেন।

এভাবে কিছুদিন গেলো। বেশ কিছুদিন। হাবীবা দেখলেন এখন কিছু হালুয়া বানানো যায়।

আরো কিছু দিন পর। খলীফার সাথে দু'দণ্ড কথা বলার সুযোগ পেলেন তিনি। একথা সেকথার পর খলীফাকে বললেন- চিনি তো দিলেন না। এবার কিছু ময়দা দিন।

খলীফা সপ্রশ্ন তাকালেন স্ত্রী হাবীবার দিকে। মুখে কিছুই বললেন না।

ঃ দিন না কিছু ময়দা এনে। বরাদ্দের ভাগ থেকেই না হয় ব্যবস্থা করে দিন।

ঃ ময়দা দিয়ে কি হবে? এবার প্রশ্ন করলেন খলীফা।

ঃ হালুয়া বানাবো।

ঃ হালুয়া বানাবে- চিনি কোথায় পেলে?

ঃ পাইনি। প্রতিদিনের খরচ থেকে একটু একটু বাঁচিয়ে জমা করেছি। ময়দা তো জমা করা সম্ভব নয়। তাই ময়দা বাঁচাতে পারিনি।

ঃ দেখি তো !

ঃ হাবীবা খলীফাকে দেখালেন জমানো চিনি।

চিনি দেখে খলীফা চিন্তায় পড়ে গেলেন। মনে মনে ভাবলেন- একটু একটু কম খরচ করলে এ পরিমাণ চিনি বাঁচানো যায় সহজেই। চিনি তো আর ময়দার মতো তেমন জরুরী খাদ্য নয়।

খলীফা হিসাবে বসে গেলেন।

www.pathagar.com

কতো দিনে কতো চিনি বাঁচালো তার হিসেব।

হিসেব করে দেখলেন তিনি-এই চিনি প্রয়োজনের অতিরিক্ত। এই অতিরিক্ত চিনি তাঁর না হলেও চলবে। এই চিনি দিয়ে অন্যদের বরাদ্দ বাড়িয়ে দেয়া যাবে।

খলীফা বায়তুল মালে খবর দিলেন।

বায়তুল মালের লোক এলে তার হাতে জমানো সব চিনি তুলে দিলেন। লোকটিকে বলে দিলেন সামনের মাস থেকে এই অতিরিক্ত চিনি যেন কম দেয়া হয়।

খলীফার কাণ্ড দেখে তাঁর স্ত্রী তো হতবাক। এত কষ্ট করে জমানো চিনি বায়তুল মালে পাঠিয়ে দিলেন। ছেলে-মেয়েদের প্রতি একটুও দয়া হলো না তাঁর। এ কেমন মানুষ!

খলীফার ছেলে-মেয়েদের হালুয়ার সাধ আর পূরণ হলো না কোন দিন।

www.pathagar.com

পিতা-পুত্র

দীর্ঘ এক যুগ ঘর ছাড়া। সেই যে আর ফিরে এলো না। কান্নায় বুক ভেঙে যায় বৃদ্ধ পিতার। হায়, একবার যদি আসতো। একবার যদি বলতো, আব্বা, আমি এসে গেছি। যদি বলতো, আব্বা, আমি আর কোথাও যাবো না আপনাকে ছেড়ে। আমি আপনার কাছেই থেকে যাবো এবার থেকে।

সেই যে একবার এসেছিলো- চার বছর আগে। শুধু এক মিনিটের জন্যে। এসেই বললোঃ আব্বা আপনাকে নিতে এসেছি। যাবেন, যাবেন প্রিয় নবীর কাছে?

ঃ যাবেন মানে? আমি তো যাবার জন্যেই প্রহর গুণছি। তুমি এসেছো বাবা, এতো দেরি করলে কেন? আরো আগে আসতে পারোনি? বৃদ্ধ পিতার জন্য কি একটুও মায়া হয় না? অধীর আবেগে বলে ফেলেন নব্বই বছরের বৃদ্ধ পিতা হযরত আবূ কোহাফ (রা.)।

www.pathagar.com

পিতার অভিযোগ শুনে লজ্জায় নতমুখে দাঁড়িয়ে থাকেন হযরত আবূ বকর (রা.)। মুখ থেকে আর কোন কথা বোরোয় না।

পিতাই নীরবতা ভাঙেন। বলেন, দেরি করছো কেন বাবা? চলো- আমাকে নিয়ে চলো তোমাদের মুহাম্মদের কাছে- আমাকে নিয়ে চলো আল্লাহর নবীর কাছে। আমিও তোমাদের সাথে শামিল হতে চাই। চলো, আর দেরি নয়।

একটু থেমে বৃদ্ধ বলেন- সেই কবে থেকে পথ চেয়ে আছি-তুমি আসবে। তুমি আসবে তোমার এই বৃদ্ধ পিতাকে নিয়ে যেতে।

হযরত আবূ বকুর (রা.) বড় ভয়ে ভয়ে এসেছিলেন।

তিনি ভেবেছিলেন- এসে হয়তো সাধাসাধি করতে হবে। হয়তো যেতে চাইবেন না। হয়তো বলবেন আমি বৃদ্ধ মানুষ-অতটুকু পথ কীভাবে যাবো। বরং তুমিই মুহাম্মদকে নিয়ে এসো।

এসে দেখে সম্পূর্ণ অন্য রকম। কবে থেকে তৈরি হয়ে বসে আছেন হযরত আবূ কোহাফা (রা.)।

হযরত আবূ বকর (রা.) তো আনন্দে আত্মহারা। এক মুহূর্তও দেরি করলেন না আর।

পিতা-পুত্র ছুটে চললেন মদীনায়।

ছুটে চলছেন দ্রুত।

যেন চোখের পলকে হাজির হলেন প্রিয় নবী (স.)-র কাছে। যেন দৌড়ুতে দৌড়ুতেই হাযির হয়েছেন পিতা-পুত্র।

রসূলুল্লাহ (স.)-র সামনে হাজির হয়ে হযরত আবূ বকর (রা.) বললেন- আমার আব্বাকে এনেছি- তাঁকে গ্রহণ করুন।

রসূলুল্লাহ (স.) তো হতবাক। সসম্মানে দাঁড়িয়ে গেলেন তিনি। বললেনঃ এ কী করেছেন আবূ বকর। এ রকম সম্মানিত বুড়ো মানুষকে আপনি এভাবে টেনে-হিচড়ে নিয়ে আসলেন কেন? আমি তো নিজেই যেতে পারতাম তাঁর কাছে।

আজ সেই মানুষ আর নেই। আহা, কী সুন্দর লাগছিলো তখন মহানবী (স.)-কে। ভাবতে ভাবতে বৃদ্ধ আবূ কোহাফা (রা.) ফিরে যান চার বছর পূর্বে।

www.pathagar.com

সেই চার বছর আগে প্রাণপ্রিয় পুত্রকে একটু কাছে পেয়েছিলেন বৃদ্ধ হযরত আবূ কোহাফা (রা.)-যেন পথহারা তৃষ্ণার্থ মরুবাসী সুন্দর এক ঝর্ণার সন্ধান পেয়েছিলেন। যেন শুকানো কণ্ঠ তালুতে এক ফোঁটা অমৃত জল পড়েছিলো। এ রকম ভালো লেগেছিলো তাঁর।

হায়, আবার যদি আসতো একবার। শুধু একবার যদি আসতো আবূ বকর।

আজ কত বড় সম্মানের অধিকারী সে। মুসলিম জাহানের খলীফা- সারা বিশ্বের খলীফা। কতো কাজ তার- কত বড়ো দায়িত্ব তার কাঁধে। আর কি আসতে পারবে? বৃদ্ধ আবূ কোহাফা (রা.) বসে বসে ভাবেন।

তবুও তাঁর মন মানে না। পুত্রের জন্যে প্রাণ কাঁদে। পুত্রের জন্যে অস্থির হয়ে পড়েন বার বার।

রোজ রোজ ঘরের দাওয়ায় বসে থাকেন। ভাবেন যদি পুত্র আসে। যদি এসে ডাক দেয়-আব্বা আমি এসেছি। আমি আপনার কাছে ফিরে এসেছি। ফিরে এসেছি আমার প্রিয় জন্মভূমি মক্কায়।

বৃদ্ধ গভীর প্রত্যাশা নিয়ে বসে থাকেন। পথচারী কাউকে দেখলেই জিজ্ঞেস করেন- আবূ বকরের খবর জানো? কেমন আছে আমার আবূ বকর? কখন আসবে সে মক্কায়? কখন আসবে?

বৃদ্ধ আবূ কোহাফা (রা.) পথ চেয়ে বসে থাকেন।

একদিন সকালে এক লোক এসে বললো- জানেন, আজ তো খলীফা আসছেন।

কে, কে আসছেন? অধীর আগ্রহে জিজ্ঞেস করেন বৃদ্ধ আবূ কোহাফা (রা.)।

ঃ খলীফা আবূ বকর (রা.) লোকটির জবাব দেন।

ঃ সত্যি? সত্যি বাবা? আজকেই আসবে?

ঃ হ্যাঁ। আজকেই আসবেন। বলেই লোকটি দ্রুত তার কাজে চলে যায়।

আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠে আবূ কোহাফা (রা.)-র মুখ। চেয়ে থাকেন

www.pathagar.com

পথের দিকে। ঝাপসা দৃষ্টি। পথ দেখতে পান না। তবুও দূর পথের দিকে তাকিয়ে থাকেন। ভাবেন এই বুঝি এলো। এসেই বলবেঃ আব্বা, আমি এসেছি।

মাঝে মাঝে সন্দেহও হয়। এত বড় খলীফা, বৃদ্ধ পিতাকে দেখার সময় কি হবে? সে তো আসবে খিলাফতের কাজে। কাজ বাদ দিয়ে কি সে আসবে?

পরক্ষণে আবার ভাবেনঃ ধ্যুৎ, আবূ বকর কি সে রকম হবে- যতো কাজ থাকুক না, যতোই ব্যস্ত হোক না- সে আমার কাছে আসবেই। বৃদ্ধ পিতাকে না দেখে সে যেতেই পারে না। কোন মুসলমান পিতাকে অশ্রদ্ধা করতে পারে না। পারে না উপেক্ষা করতে।

হযরত আবূ কোহাফা (রা.) আর উঠেন না। ঘরের দাওয়ায় বসে থাকেন। যেন দৃঢ় প্রতীজ্ঞ। পুত্র না আসা পর্যন্ত উঠবেন না।

খলীফা আসবেন- গোটা মক্কায় সাড়া পড়ে যায়।

এদিকে খলীফা আবূ বকর (রা.) ভাবছেন- কতোদিন প্রাণ প্রিয় পিতাকে দেখিনি। একটুও ফুরসৎ পাই না- একটু পিতাকে দেখি- একটু বৃদ্ধ পিতার সেবা করি।

আজ সে সুযোগ এসেছে। আব্বাকে একবার প্রাণ ভরে দেখবো। কিছুক্ষণ তার কাছে থাকবো। ভাবতে ভাবতে ছোটবেলার কথা মনে পড়ে যায়।

ছোটকালে আব্বা কতো আদর করতেন। আদর করে খাওয়াতেন, ঘুম পাড়াতেন, বেড়াতে নিয়ে যেতেন।

আরো বড় হলে- দেশ বিদেশে ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্যে সাথে সাথে নিয়ে যেতেন। বড় বড় সম্মানিত লোকদের কাছে পরিচয় করিয়ে দিতেন।

হযরত আবূ কোহাফা (রা.) মক্কায় অন্যতম সম্মানিত ব্যক্তি। লোকে তাঁকে খুবই ভক্তি শ্রদ্ধা করে। পিতার সাথে যখন কোথাও যেতেন তখন লোকে তাকেও সম্মান দেখাতো। আদর করে পাশে বসাতো। দোয়া করতো। মাথায় হাত বুলিয়ে দিতো।

www.pathagar.com

এই সেই পিতা। তাঁকে না দেখে গেলে তো আল্লাহ্ বেজার হবেন।

হযরত আবূ বকর (রা.) ঠিক করলেন মক্কায় ঢুকে সোজা বাড়িতে চলে যাবেন।

মক্কায় ঢোকার আগেই তিনি তাঁর সিদ্ধান্তের কথা সঙ্গীদের জানিয়ে দিয়েছিলেন।

সিদ্ধান্ত মুতাবেক কাফেলা ছুটে চললো হযরত আবূ কোহাফা (রা.) -র ঘরের দিকে।

হযরত আবূ বকর (রা.) সবার আগে আগে।

বাড়ির কাছে আসতেই পুত্রকে চিনতে পারলেন বৃদ্ধ হযরত আবূ কোহাফা (রা.)। পুত্রকে এগিয়ে নিতে দাঁড়িয়ে গেলেন তিনি। হাঁটতে চাইলেন। অনেকক্ষণ বসে থাকায় হঠাৎ তিনি পড়ে গেলেন।

দূর থেকে আবূ বকর (রা.) তা দেখে আর থাকতে পারলেন না। লাফ দিয়ে নেমে পড়লেন উটের উপর থেকে। তিনি এমনভাবে লাফ দিলেন যেন পড়েই গেছেন। কিন্তু সেদিকে তাঁর ভ্রূক্ষেপ নেই। সেখান থেকে উঠে দৌড়ে ছুটে গেলেন পিতার কাছে। এক ঝটকায় টেনে তুললেন পিতাকে। সালাম করলেন। তারপর বুকে জড়িয়ে ধরলেন।

পুত্রের এই অভাবিত কাণ্ড দেখে বৃদ্ধ আবূ কোহাফা (রা.) আনন্দে ঝর ঝর করে কেঁদে ফেললেন।

www.pathagar.com

নতুন কাপড়

প্রচণ্ড শীত। হাড় কাঁপানো শীত। কোথাও এতটুকু উম নেই। এত শীত কেউ দেখেনি কোনদিন। ছেলে-বুড়ো সবাই কাঁপছে ঠিরঠির করে। কেউ কম্বলের উপর কম্বল চাপিয়েছে। কেউ চাপিয়েছে চামড়ার কোট। কেউ বা আগুন জ্বেলে বসে আছে আগুনের পাশে।

ঠাণ্ডায় কাহিল সবাই।

কারো যেন আর কাজের তাড়া নেই। সব যেন ছুটি। অফিস-আদালত, দোকান-পাট সবই বন্ধ। হাট-বাজারে লোক নেই। পথ-ঘাট শূন্য।

www.pathagar.com

এত শীতে বাইরে যাবে কে?

কিন্তু খলীফার তো বসে থাকা চলে না। তাঁকে বেরোতে হবে। তাঁর তো অনেক কাজ। গোটা মুসলিম জাহানের দায়িত্ব তো তাঁর ঘাড়ে।

খলীফা হযরত আবূ বকর (রা.) উঠলেন। গোসল করলেন। নাশতা সারলেন। তারপর কাপড়-চোপড় পরে বেরোলেন।

ব্যস্ততায় কাটলো সারাদিন। একের পর এক কাজ করে চললেন। কোন ফুরসত নেই। শীতে-ঠাণ্ডায় অবশ হয়ে আসছে গোটা শরীর। অবসন্ন হয়ে আসছে মন। তবুও বিশ্রাম নিলেন না। ফিরে আসলেন না বাড়িতে।

সমস্ত কাজ সারলেন তিনি একে একে। তারপর স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন।

নাহ্, এবার ফিরতে হবে। আর থাকা যায় না।

সন্ধ্যার পর ক্লান্ত অবসন্ন মনে বাড়ির দিকে পা বাড়ালেন তিনি।

বাড়ি ফিরে যেন টের পেলেন শরীরের অবস্থা। এতটুকুও যেন শক্তি নেই আর। বসে থাকাও অসম্ভব হয়ে উঠলো। কোন মতে খেয়ে দেয়ে শুয়ে পড়লেন তিনি।

এতক্ষণে বুঝতে পারলেন শীতে-ঠাণ্ডায় জ্বর এসে গেছে। প্রচণ্ড ব্যথায়-যন্ত্রণায় কাটলো গোটা রাত। জ্বর কমলো না একটুও।

সকাল হলো। এখন তো বেরোতে হবে। খলীফা ছটফট করছেন। কিন্তু জ্বর ছাড়ছে না এখনো। উঠে বসার শক্তিও নেই তাঁর। কীভাবে বেরোবেন?

সকাল গড়িয়ে দুপুর। দুপুর গড়িয়ে সন্ধ্যা। তারপর নেমে এলো রাতের অন্ধকার। খলীফার জ্বর ছাড়লো না।

পরদিন সকালেও না।

অস্থির হয়ে উঠলেন খলীফা। কী হবে এখন? এখনো তো অনেক কাজ বাকি। কী হবে খিলাফতের। মহাভাবনায় পড়লেন তিনি।

না জানি কী অবস্থা হবে জনগণের? কেমন করবে গরীব-দুঃখীরা?

www.pathagar.com

কে সহায় হবে অনাথ-এতীমের? কে এগিয়ে আসবে নতুন এই মুসলিম জাহানকে রক্ষা করতে।

আল্লাহ্ই ভালো জানেন। আল্লাহই রক্ষা করবেন। আল্লাহ্ই ব্যবস্থা করে দেবেন সবকিছুর।

কিন্তু যেই আসুক--তাঁকে তো গুছিয়ে দিতে হবে সব। বুঝিয়ে দিতে হবে খিলাফতের দায়িত্ব। খলীফার দায়িত্ব। দেখিয়ে দিতে হবে সত্য ও ন্যায়ের পথ।

প্রচণ্ড জ্বর নিয়ে কাজ চালিয়ে যেতে লাগলেন খলীফা হযরত আবূ বকর (রা.)। কারো বাধা, কারো নিষেধ মানলেন না।

কিন্তু কতদিন সম্ভব? মানুষ তো আর যন্ত্র নয়। দম নিলেই তো শুধু চলে না মানুষের।

আর পারা যায় না। নড়াচড়ারও শক্তি নেই আর। হযরত উমর (রা.)-কে ডাকলেন তিনি। অনুরোধ করলেন সুস্থ না হওয়া পর্যন্ত খিলাফতের দেখাশোনা করতে। অনুরোধ করলেন ইমামতির কাজ চালিয়ে যেতে।

হযরত উমর (রা.) ভাবলেন, এতো অনুরোধ নয়। আদেশ। খলীফার আদেশ। প্রিয় নবীর ঘনিষ্ঠ বন্ধুর আদেশ। এ আদেশ একজন উত্তম অগ্রজের আদেশ। এ আদেশ স্নেহের আদেশ।

পরম শ্রদ্ধাভরে তিনি চালিয়ে যেতে লাগলেন খিলাফতের কাজ। চালিয়ে যেতে লাগলেন ইমামতির কাজ।

এদিকে হযরত আবূ বকর (রা.)-এর জ্বর আরো বেড়ে চললো। আরো বেশি দুর্বল হয়ে পড়লেন তিনি।

আত্মীয়-স্বজনরা অস্থির হয়ে পড়লেন। বন্ধু-বান্ধবরা চিন্তাগ্রস্ত হলেন। সাহাবীগণ উৎকণ্ঠায় দিশেহারা।

কী হবে এখন?

হযরত আবূ বকর (রা.) বুঝতে পারলেন সবই। বুঝলেন, আর সময় নেই। এবার ফিরতে হবে। এবার ফিরে যেতে হবে সব কিছু ছেড়ে।

www.pathagar.com

আত্মীয়-স্বজনরা তো আর অতসব বুঝতে পারেন নি। তাঁরা একের পর এক চিকিৎসা চালিয়ে যেতে লাগলেন। চিকিৎসকের পর চিকিৎসক দেখাতে লাগলেন। কেউ কেউ আরো ভালো চিকিৎসকের সন্ধানে বেরোলেন।

কিন্তু খলীফা তো জানেন, ওরা বৃথা চেষ্টা করছে। কষ্ট করছে শুধু শুধু। ফল তো কিছুই হবে না।

একদিন তিনি ওদের সবাইকে ডাকলেন- জানতে চাইলেন নতুন চিকিৎসকের কথা।

সঙ্গে সঙ্গে তাঁরা বললেন- 'আরো বড় চিকিৎসকের খোঁজ করছি আমরা।

বড় চিকিৎসক! আশ্চর্য হয়ে প্রশ্ন করলেন তিনি। তারপর শান্ত ধীর চোখ দুটো মেলে তাকালেন ওদের দিকে।

'হ্যাঁ, বড় চিকিৎসকের কথাই বলছি আমরা।'

এবার মৃদু হাসলেন খলীফা। তারপর ধীরে ধীরে বললেন- 'শুনুন, সে বড় চিকিৎসকের সাথে আমার কথা হয়ে গেছে।'

এবার তাঁরা অবাক হলেন। এক সাথে সবাই জানতে চাইলেন, 'কোন সে চিকিৎসক? কী বললেন তিনি? কী কী ওষুধ দিলেন? কবে ভালো হবেন বলেছেন?

তাঁদের কণ্ঠে ঝরে পড়তে লাগলো গভীর উৎকণ্ঠা আর প্রত্যাশা।

খলীফা আবারও মৃদু হাসলেন।

বললেন- চিকিৎসক খুব ভালভাবেই দেখেছেন আমাকে। সব দেখে-টেকে বলেছেন, আমার যা ইচ্ছা তা-ই আমি করি।'

এতক্ষণে খলীফার কথা বুঝতে পারলেন তাঁরা। গভীর বেদনায় যেন ভরে উঠলো সবার মন। ঘন কালো মেঘে যেন ছেয়ে গেলো সকলের মুখ।

কিন্তু কেউ তো চিরকাল বেঁচে থাকে না। সবাইকে একদিন না একদিন ফিরে যেতে হবে। ফিরে যেতে হবে আল্লাহ্‌র কাছে। ছেড়ে যেতে হবে এই সুন্দর দুনিয়া।

www.pathagar.com

হযরত আবূ বকর (রা.)ও সেই চিরন্তন যাত্রার জন্যে তৈরি হতে লাগলেন। সমস্ত বিষয়-সম্পত্তির হিসাব-নিকাশ করলেন। করলেন খিলাফতকালের আয়-ব্যয়ের হিসাব। নির্বাচিত করে দিলেন খিলাফতের পরবর্তী উত্তরাধিকার।

নতুন খলীফা হযরত উমর (রা.)-কে বুঝিয়ে দিলেন খিলাফতের দায়িত্ব। বুঝিয়ে দিলেন শত্রু-মিত্রের কথা। জানিয়ে দিলেন যুদ্ধ-বিগ্রহের কথা, ন্যায়-অন্যায়ের কথা।

হযরত উসমান (রা.) ছিলেন সারাক্ষণ তাঁর পাশে পাশে। সেবা যত্ন করছিলেন মন-প্রাণ ঢেলে। তিনিও বুঝে নিচ্ছিলেন খলীফার সমস্ত কথা।

বিশ্বাসীদের মাতা হযরত আয়েশা (রা.)ও পিতার শয্যাপার্শ্বে সারাক্ষণ হাযির।

এভাবে দেখতে দেখতে পনেরো দিন কেটে গেলো। তারপর একদিন খলীফা হযরত আয়েশা (রা.)-কে ডেকে জিগগেস করেন, আজ কী বার মা?

ঃ 'আজ সোমবার, হযরত আয়েশা শান্ত কণ্ঠে জবাব দেন।

এই দিনেই তো রসূলুল্লাহ (স.) ইনতিকাল করেছিলেন, তাই না? আবার প্রশ্ন করেন তিনি।

হযরত আয়েশা (রা.) নীরবে মাথা নাড়েন।

এবার অনাবিল এক আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠে হযরত আবূ বকর (রা.)-এর মুখ। অধীর আবেগে বলেন, 'জানো মা, আমার মনে হয়, আমি আজ বিদায় নেবো।'

তারপর একান্ত অনুরোধের কণ্ঠে বলেন, 'রসূলুল্লাহ (স.)-এর পাশেই আমার কবর দিও তোমরা।'

কথা বলতে বলতে কী সুন্দর এক প্রত্যাশা তাঁর চোখে মুখে ছড়িয়ে পড়ে। তিনি যেন অসীম আনন্দে মুখর হয়ে ওঠেন।

নীরবে বসে আছেন হযরত আয়েশা (রা.)।

হযরত আবূ বকর (রা.) আবার বলেন- 'আচ্ছা, রসূলুল্লাহ (স.)-র

www.pathagar.com

কাফনে কয়খানা কাপড় লেগেছিলো বলতে পারো মা?'

ঃ 'তিনখানা'। অশ্রুসিক্ত কণ্ঠে বলেন, হযরত আয়েশা (রা.)।

ঃ 'তাহলে আমাকেও তিনখানাই দিও।'

কান্নারতা আয়েশা এবার নীরবে মাথা নাড়েন।

ঃ 'আমাকেও তিনখানা দিও।' আবারও বলেন তিনি। আর একটু থেমে বলেন, 'দু'খানা তো আছেই। সে দু'খানা ধুয়ে সাফ করে নিও। আরেকটি দরকার। সেটা নতুন কিনে নিও।'

আয়েশা (রা.) এবার আর নীরব থাকতে পারেন না। অবুঝ কান্নায় ভেঙ্গে পড়েন তিনি। কোন রকমে কান্না থামিয়ে বলেন, এ কী বলছেন আব্বা। এ কেমন কথা। আমরা কী এতই গরীব, আমাদের অবস্থা কি এতই খারাপ। আমরা কী তিনখানা নতুন কাপড়ও কিনতে পারবো না। আপনি এ কী বলছেন আব্বা!'

হযরত আয়েশা (রা.) এবার সজোরে কেঁদে ফেলেন।

হযরত আবূ বকর (রা.) তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বলেন, 'সে কথা বলছি না আমি। আমি তোমার সামর্থের কথা বলছি না। মৃত মানুষের নতুন কাপড়ের দরকার কী বলো! মৃতের চেয়ে জীবিত মানুষেরই তো বেশি দরকার নতুন কাপড়ের। আমাকে নতুন কাপড় দিও না। আমার জন্য পুরোনো কাপড়ই যথেষ্ট।'

www.pathagar.com

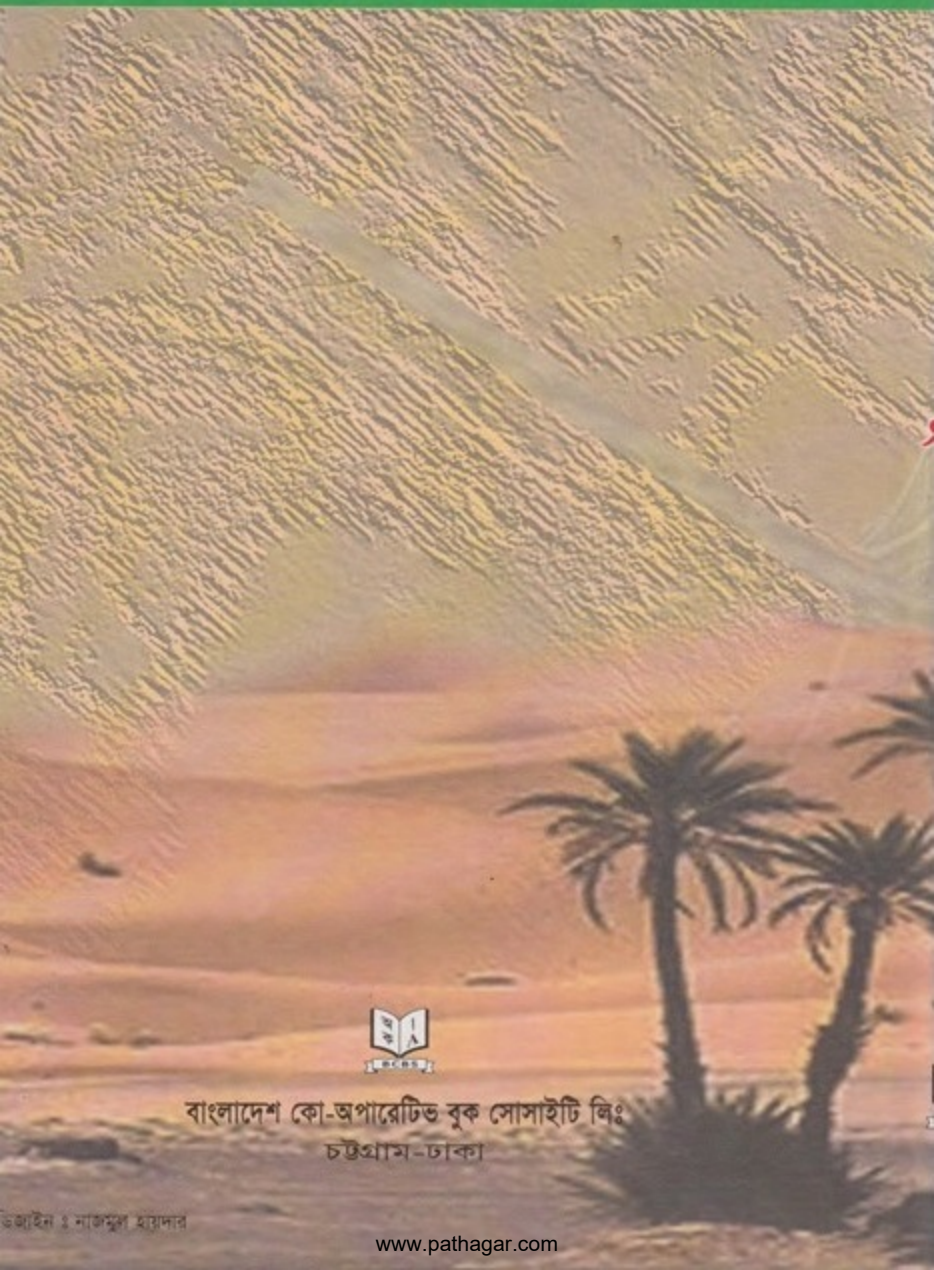

বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ
চট্টগ্রাম-ঢাকা

ডিজাইন ঃ নাজমুল হায়দার

www.pathagar.com